NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মেট্রো রেলের ৪০ বছর পূর্তি নিয়ে লিখলেন অশোক সেনগুপ্ত

হাড়োয়ায় বিজেপি গোষ্ঠি কোন্দল প্রকাশ্যে, একাধিক দপ্তরে তালা ৬

কলকাতা ২৪ অক্টোবর ২০২৪ ৭ কার্তিক ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৩২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.10.2024, Vol.18, Issue No. 132 8 Pages, Price 3.00

ডানা-র প্রহর গুনছে রাজ্যবাসী

জারি হাই অ্যালার্ট ● ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কার প্রহর গুনছে রাজ্যবাসী। গভীর নিম্নচাপ বুধবার সকালেই ঘূর্ণিঝড় ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওড়িশা উপকূলের দিকে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত ছ-ঘণ্টায় সেটি ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার বেগে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে এগিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরীতে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। ডানার দাপটে বৃহস্পতিবার থেকে দুর্যোগের আশঙ্কা জেলায় জেলায়। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে পুরী-সাগরদ্বীপের মাঝে ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার ছাড়িয়ে যেতে পারে। ডানার প্রভাব পড়বে কলকাতাতেও। অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় দানার মোকাবিলায় সর্বোচ্চ স্তরের প্রস্তুতি রাখতে রাজ্যসরকার জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কায় থাকা ৯ জেলার জেলাশাসককে নিয়ে বুধবার বিকালে জরুরি বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানে তিনি ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলার সবরকমের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে উপকূলবর্তী এলাকায় মানুষকে নীরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ পর্যালোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে। আগাম সতর্কতা হিসাবে এপর্যন্ত ৪০ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। সেই কাজ দ্রুত শেষ করতে মুখ্যসচিব নির্দেশ দেন। যে জেলাগুলির উপর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের উপর ঝড়ের প্রভাব বেশি পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওই সব এলাকায় গাছ পড়লে যাতে তাড়াতাড়ি সেগুলি কেটে সরিয়ে ফেলা যায় তা দেখতে বলা হয়েছে। জেলার কন্ট্রোল রুম যাতে সব সময় কাজ করে তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর যে সব মণ্ডপ এখনও খুলে ফেলা হয়নি তা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কুলতে বলা হয়েছে। কালীপুজোর নির্মীয়মাণ মণ্ডপগুলির বাঁধন যাতে কোনওভাবে আলগা না থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। বুধবার থেকেই কন্ট্রোল রুম খুলেছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশ, পুরসভা, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ৪টি দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বাবুঘাটে বুধবার সকাল থেকেই মাইকে সতর্কবার্তা প্রচার করতে শুরু করেছে পুলিশ। নামখানার বকখালি ও মৌসুনি, সাগরের ঘোড়ামারা ও পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরে বাসিন্দাদের উঁচু স্কুলবাড়ি ও ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মেনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে দিঘার মৎসজীবীদের। বুধবার থেকেই দিঘায় পর্যটকদের সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। হোটেল খালি করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পুরীতে পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সমুদ্র সৈকতের আশপাশে যে সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দারা থাকেন তাঁদেরও অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। হলদিয়া টাউনশিপ থেকে নন্দীগ্রামের কেন্দামারি পর্যন্ত ফেরি চলাচল বন্ধ। হলদিয়া বন্দর সূত্রে খবর, বুধবার সকাল থেকেই সব পণ্যবাহী জাহাজ বার্থ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে এনডিআরএফের সদস্যরা। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে সুন্দরবনে। এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা রয়েছে বাঁকুড়াতেও। মাইকিং করা হচ্ছে হাওড়াতেও।

এদিকে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলা ও উত্তরবঙ্গেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানাচ্ছে আলিপুর। এই সময়ে কলকাতায় ৫০ থেকে ৬০ ও সর্বোচ্চ ৭০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

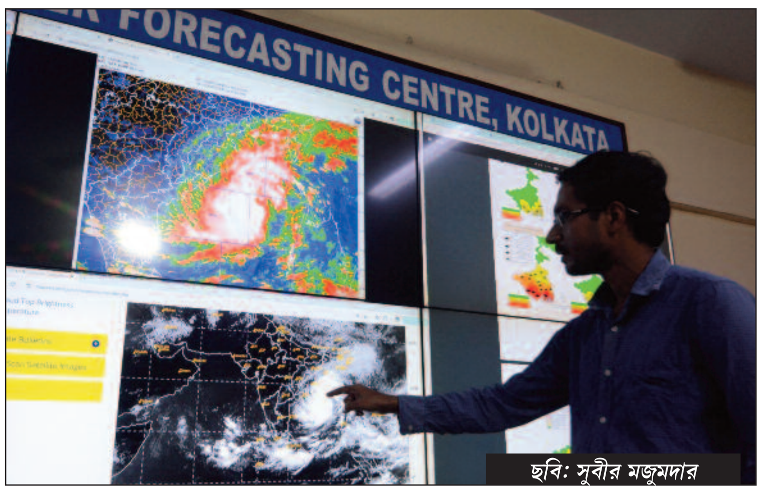

ছবি: সুবীর মজুমদার

ডব্লুউবিএসইডিসিএলের হেল্পলাইন নম্বর
৮৯০০৭৯৩৫০৩ ও
৮৯০০৭৯৩৫০৪
টোল ফ্রি নম্বর
১৯২২১
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর
৮৪৩৩৭১৯১২১
সিইএসসি-এর হেল্পলাইন নম্বর
০৩৩- ৩৫০১১৯১২
০৩৩- ৪৪০৩১৯১২
১৮৬০৫০০১৯১২, ১৯১২
হোয়াটসঅ্যাপ
৭৪৩৯০০১৯১২
স্পেশাল হেল্পলাইন নম্বর
৯৮৩১০৭৯৬৬৬
৯৮৩১০৮৩৭০০

চালু হেল্পলাইন নম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় ডানা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাব পড়তে পারে রাজ্যের প্রায় আটটি জেলাতে। তাই আগেভাগেই সতর্কতামূলক একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কলকাতা পুরসভা থেকে দমকল বিভাগ সবাই প্রস্তুত। এরই মধ্যে মঙ্গলবার সল্টলেকের বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ও সিইএসসির আধিকারিকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসু। মন্ত্রী সমস্ত আধিকারিকদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি পরিষেবা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। ঝড়ের ফলে কোথাও বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলাতেও জরুরি ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম মজুত রাখার নির্দেশ দেন অরূপ বিশ্বাস। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জেলার বিদ্যুৎ আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন বিদ্যুৎ ন্ত্রী। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা দেখা দিলে গ্রাহকদের অবিলম্বে ডব্লুউবিএসইডিসিএল ও সিইএসসি-এর কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। কন্ট্রোল রুম চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকবে। হেল্পলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে বলে জানান মাননীয় মন্ত্রী। গ্রাহকরা তাঁদের প্রয়োজনে নিগমের কন্ট্রোল রুম ও চব্বিশ ঘণ্টার হেল্পলাইন ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারবেন। খবর পেলেই তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

‘ডানা’র আতঙ্কে বন্ধ পুরীর জগন্নাথ মন্দির

উপকূল থেকে সরানো হয়েছে ১০ লক্ষ মানুষকে

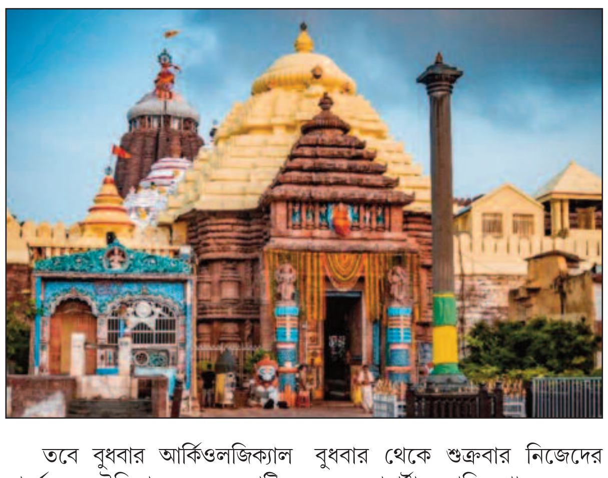

ভুবনেশ্বর, ২৩ অক্টোবর: ডানার আতঙ্কে বন্ধ করা হল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দরজা। সেই সঙ্গে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হল কোনারকের মন্দির-সহ ওড়িশার অধিকাংশ দর্শনীয় স্থান। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত কোনও পর্যটক যেতে পারবেন না এই জায়গাগুলোতে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ওড়িশার ভিতরকণিকা পার্ক এবং ধামরা বন্দরের মধ্যে স্থলভূমিতে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় ডানা।

ডানার মোকাবিলায় সমস্তরকমভাবে প্রস্তুত থাকতে চাইছে ওড়িশার প্রশাসন। যেসমস্ত এলাকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখান থেকে সমস্ত মানুষকে সরিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলো থেকে অন্তত ১০ লক্ষ মানুষকে সরানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গড়ে তোলা হয়েছে প্রচুর অস্থায়ী রিলিফ ক্যাম্প। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, ওড়িশার ১৪টি জেলা লন্ডভন্ড হতে পারে ডানার দাপটে। ১১০ কিমি বেগে ঝড় হতে পারে ওই এলাকাগুলোতে। এহেন পরিস্থিতিতে ওড়িশার বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী সুরেশ পূজারী আবেদন করেন, ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর যেন কেউ পুরীতে না আসেন।

তবে বুধবার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তরফে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৪ এবং ২৫ অক্টোবর বন্ধ থাকবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির এবং কোনারকের সূর্য মন্দির। এছাড়াও ওড়িশার সমস্ত মনুমেন্ট, মন্দির এবং মিউজিয়াম বন্ধ রাখা হবে। সিমলিপাল টাইগার রিজার্ভ এবং ভিতরকণিকা ন্যাশনাল পার্কও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওড়িশার সরকার। এছাড়াও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সমস্ত স্কুল ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করেছে প্রশাসন। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন বুধবার থেকে শুক্রবার নিজেদের হেড কোয়ার্টারে হাজির থাকেন।

ডানার মোকাবিলার পরিকল্পনা করতে সোমবারই উপকূলবর্তী জেলারগুলোর প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। ইতিমধ্যেই সেরাজ্যে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১১টি টিম মোতায়েন করা হয়েছে। তৈরি আছে সেনা, নৌসেনা এবং উপকূলরক্ষা বাহিনীও। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্তত ১৫০টি ট্রেন বাতিল হয়েছে ডানার আতঙ্কে। বুধবার ওড়িশা সফরে যাওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। সেই সফরও বাতিল করা হয়েছে।

টেরিটি বাজারে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডানা-র আতঙ্কের মধ্যেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কলকাতা শহরে। এবার টেরিটি বাজার। বুধবার ভরসন্ধ্যায় জনবহুল ওই এলাকায় আগুন লেগে যায়। প্রাথমিকভাবে আগুন নেভাতে হাজির হয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। আগুন বহরে বাড়তে থাকায় ক্রমে বাড়ানো হয় ইঞ্জিনের সংখ্যা। ১৫টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, টেরিটি বাজারের উল্টো দিকে কাঠের বাক্সের একটি গুদামে আগুন লাগে। পরে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের একাধিক দোকানে। আগুনের তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন অন্য ব্যবসায়ীরাও। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন দমকলকর্মীরা। যে কাঠের বাক্সের গুদামটিতে প্রথমে আগুন লেগেছিল, তার পাশেই বিদ্যুতের তারের একটি গুদাম রয়েছে। ফলে প্রচুর দাহ্য বস্তু মজুত ছিল বলে অনুমান দমকলকর্মীদের। সেই কারণেই আগুন দ্রুত আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনুমান।

সুপ্রিম-নির্দেশে জট কাটল জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম নির্দেশে জট কাটল জোকা-বিবাদীবাগ মেট্রো প্রকল্পের। পাশাপাশি গাছ কাটা নিয়েও বড় নির্দেশ দিল বিচারপতি পিকে মিশ্র এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত সাফ জানাল, কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়া কলকাতা মেট্রো রেলের কাজের জন্য নতুন করে গাছ কাটা যাবে না। যদিও মেট্রো সম্প্রসারণে ছাড়পত্র দিয়েছে আদালত। গত ২০ জুন কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশনের বেঞ্চের একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছিলেন প্রবীণ আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত। সেই রায়ে এদিন স্থগিতাদেশ দিল শীর্ষ আদালত। শুনানিতে প্রবীণ আইনজীবী দাবি করেন, ১০ কিলোমিটার মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য ৯৪৩টি গাছ কাটার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জয়দীপ বলেন, কোনও কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই বিপুল সংখ্যক গাছ কাটা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে হাইকোর্ট। যদিও পালটা সলিসিটর জেনারেল (এসজি) তুষার মেহতা জানান, বাস্তবে কোনও গাছ পুরোপুরি কেটে ফেলা হয়নি। অন্যত্র প্রতিস্থাপনের জন্য উপড়ে ফেলা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৯৪টি গাছ অন্য জায়গায় লাগানো হয়েছে। এই বিষয়ে আদালত জানায়, ভবিষ্যতে কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়া মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য একটিও গাছ কাটা যাবে না। গত ১৩ সেপ্টেম্বর মেট্রো রেলের কাজের জন্য ময়দান এলাকায় গাছ কাটা যাবে না বলে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিআর গাভাই এবং কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, মামলার পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

বন্ধ বিমান পরিষেবা

■ ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র প্রভাব এবার কলকাতা বিমানবন্দরেও। ঘূর্ণিঝড়ের ফলে যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেই আশঙ্কায় আংশিক ব্যাহত পরিষেবা। বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬টা থেকে শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিমান ওঠানামা। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে আগাম সতর্কতা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

পিছল পরীক্ষা

■ ডানা-র কারণে রবিবার, ২৭ অক্টোবর ওড়িশার সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার দিনপিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সাত দিন পর পরীক্ষার পরবর্তী দিন ঘোষণা করা হবে।

বাতিল ১৯০টি ট্রেন

■ ঘূর্ণিঝড় ‘দানা’র কারণে বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল রেল। ইতিমধ্যেই পূর্ব রেল জানিয়েছে, শিয়ালদহ বিভাগে দুর্যোগের আশঙ্কায় বাতিল করা হয়েছে ১৯০টি লোকাল ট্রেন। তবে সব ট্রেনই শিয়ালদহ দক্ষিণ এবং হাসনাবাদ শাখার। বুধবার শিয়ালদহের ডিআরএম দীপক নিগম জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ১৪ ঘণ্টা শিয়ালদহ দক্ষিণ এবং হাসনাবাদ শাখায় বন্ধ থাকবে ট্রেন চলাচল।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

বেঞ্চ বদল বৈবাহিক ধর্ষণের মামলার

■ বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার আর্জি নিয়ে একাধিক মামলা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল। বুধবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, মামলাগুলি ওই এজলাস আর শুনবে না। বৈবাহিক ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার শুনানি আপাতত চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পরে অন্য কোনও বেঞ্চে মামলাগুলির শুনানি হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশের পরও বিক্ষোভের মুখে আরজি করের সাসপেন্ডেড চিকিৎসক পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টের নির্দেশে কাজে যোগ দিতে এসে বিক্ষোভের মুখে সাসপেন্ডেড চিকিৎসক পড়ুয়ারা। বুধবার আরজি করে পা রাখতেই তাঁদের ঘিরে চলে লাগাতার স্লোগান। যদিও, সাসপেন্ডেড চিকিৎসক পড়ুয়ারা নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এদিকে মঙ্গলবার আরজি করের আটজন চিকিৎসককে সাসপেনশন ও বহিষ্কারের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিলে তবেই নির্দেশ কার্যকর হবে। মঙ্গলবার এমনই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ। গত ৫ অক্টোবর যে নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাতেই স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চে ছিল শুনানি। চিকিৎসকদের পক্ষের আইনজীবী অর্কপ্রভ সেন এদিন আদালতে বলেন, ‘কোনও কারণ ছাড়াই সাসপেন্ড করা হয়েছে। অর্ডারে স্পষ্ট নয় যে কেন বহিষ্কার করা হল।’ অভিযোগ কী ছিল, সেটা জানানো হয়নি। আরজি করের তরফে আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত বলেন, ‘রিড্রেসাল সেলের প্রধান মুখ্যসচিব। কলেজ শুধু অভিযোগ ওই কমিটির কাছে পাঠাতে পারে। রাজ্যই সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা কাউকে বহিষ্কার করিনি।’ এরপর হাইকোর্টের নির্দেশ মতো সাসপেন্ডেড চিকিৎসকরা অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে এদিন সকালে আরজি করে আসেন। সেই খবর পেয়ে পিজিবি বিল্ডিংয়ে জড়ো হন জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। সাসপেন্ডেড ছাত্ররা বের হওয়ার সময় তাঁদের ঘিরে চলে স্লোগান। এই পরিস্থিতিতে বৈঠকে বসেছে আরজি করের কলেজ কাউন্সিল। অভিযুক্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের এই প্রসঙ্গে এদিন এও বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন হচ্ছে সেই সময় বিষয়গুলি প্রচণ্ড ফেক। আমাদের কয়েকজনকে ছাতার তলায় এনে চালানো হয়েছে যে এরা থ্রেট কালচার চালায়। নির্দিষ্ট কোনও প্রমাণ নেই।’

ব্রিকসের মঞ্চে নাম না করে চিনকে খোঁচা মোদির

গালওয়ান সংঘাতের পরে প্রথমবার, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদি-জিনপিংয়ের

কাজান, ২৩ অক্টোবর: ব্রিকসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার রাশিয়ার কাজানে ভ্লাদিমির পুতিন, শি জিনপিং, মাসুদ পেজেশকিয়ান-সহ ৩৬ জন রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতিতে তাঁর মন্তব্য, ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সদিচ্ছা নির্ধারণের কোনও দ্বৈত মাপকাঠি থাকতে পারে না। দ্বিচারিতা চলতে পারে না।’ সন্ত্রাসে মদত এবং অর্থসাহায্য বন্ধ করার জন্য ব্রিকসের সদস্য এবং পর্যবেক্ষক দেশগুলির যৌথ পদক্ষেপের পক্ষেও সওয়াল করেন মোদি।

বলেন, ‘আমাদের যুবসমাজকে সন্ত্রাসের পথ থেকে বিরত রাখতে সক্রিয় পদক্ষেপ করতে হবে।’ পাকিস্তানের ‘মিত্ররাষ্ট্র’ চিনের প্রেসিডেন্টই মোদির ওই মন্তব্যের নিশানা বলে মনে করছেন অনেকে। কারণ, গত কয়েক বছরে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বেশ কয়েক জন পাক জঙ্গির বিরুদ্ধে ভারত প্রস্তাব আনলেও চিনের ভেটোর কারণে তা পাশ হতে পারেনি।

ঘটনাচক্রে, ব্রিকসের ষোড়শ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে বুধবার জিনপিংয়ের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠকও করেন মোদি! মূল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় এসেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র অপব্যবহার এবং সাইবার নিরাপত্তার প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে আমাদের নতুন উদাহরণ তৈরি করতে হবে।’ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দেশে কিছু জরুরি কাজ থাকায় ব্রিকসের মূল সম্মেলন এবং কয়েকটি পার্শ্ববৈঠকে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া থেকে বুধবারই ফিরছেন। বৃহস্পতিবার শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন ব্রিকস ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবে। ভারতের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত থাকবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

গালওয়ান সংঘর্ষের পরে প্রথমবার বৈঠকে নরেন্দ্র মোদি এবং শি জিনপিং। ২০১৯ সালের পর এই প্রথমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। রাশিয়ায় ব্রিকস সামিট চলাকালীনই হল এই বৈঠক। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় টহলদারি নিয়ে একমত হয়েছে ভারত এবং চিন। তার পরে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বরফ গলার ইঙ্গিত দেখছে আন্তর্জাতিক মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Suvo Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gurupada Roy ও Late Gurupada Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/১০/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৩৮৩ নং এফিডেভিট বলে Tapan Das ও Tapan Kr Das S/o. Ranjit Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Subir Kumar Mitra** S/o, Late Radha Raman Mitra residing at 18/7, Dover Lane, 2nd Floor, P.S.- Gariahat, Kolkata - 700029 do hereby solemnly affirm and declare that my actual and correct name is Subir Kumar Mitra, that I also known and called Pradip Kumar Mitra have also recorded in all my testimonials and certificates, Bank Account, Aadhaar Card, PAN Card and other Accounts. That **Subir Kumar Mitra** and **Pradip Kumar Mitra** is same and one identical person vide Affidavit No. 60310 dated 17.09.2024 in the court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 7e/ KNGP/2024-25/15th FC/ AAP, 8e/KNGP/2024-25/15th FC/AAP** Last date of submission **31.10.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www. wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে আমার দুইটি আসল দলিল যাহার নং ঃ ৭৬৫ ও ৭৬৬, বহি নম্বর-১, ভলিউম নম্বর-১২, ডি.আর অফিস- আলিপুরে ইং ২১/০১/১৯৮৫ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়াছিল, অসিত কুমার মুখার্জী ও রঞ্জিত কুমার মুখার্জী এবং সঞ্জিত কুমার মুখার্জী ও অসিত কুমার মুখার্জী উহাদের মাধ্যমে, যাহা হারাইয়া গিয়াছে। আমি গত ইং ১৬/০৮/২০২৪ তারিখে রিজেন্ট পার্ক থানায় একটি "সাধারণ ডায়েরি নং ১১৯২ করিয়াছি। এমতাবস্থায় আমি সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যদি কেহ উক্ত দলিল দুইটি পেয়ে থাকেন তাহা হইলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত হইব।

অর্পিতা মুখার্জী, পিতাঃ স্বর্গীয় অসিত কুমার মুখার্জী, ৫বি টাওয়ার-১, ৭৬/১বি, বিধান সরনী, কলিকাতা-৭০০০০৬।

Arup Kumar Dey
Advocate
Alipore Judge's Court, Kolkata-700027

বিজ্ঞপ্তি

১) অশোক কুমার মন্ডল, পিতা- নকুল চন্দ্র মন্ডল, (২) শান্তি মন্ডল, পিতা- মৃত বটকৃষ্ণ মন্ডল, উভয়ের সাং-দেউলী সুলতানপুর, পোঃ-ঘোড়াহাটা মুকুন্দপুর, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০৩, WB. USTI A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত গত ইং-২০২০ সালে Book- IV, 371 নং আমোক্তার দলিল মূলে (১) অমরেন্দ্র মন্ডল ওরফে অমরেন্দ্র নাথ মন্ডল (২) সমরেন্দ্র নাথ মন্ডল ওরফে সমরেন্দ্র মন্ডল (উভয়ের পিতা- অতুল কৃষ্ণ মন্ডল) উভয়দ্বয় দাতা মিলে আমাদের উক্ত দুই (২) জনকেই আমোক্তার গ্রহীতা হিসাবে নিযুক্ত করেন।

উক্ত আমোক্তার অনুযায়ী, মগরাহাট থানার হায়াতনগর রাজারহাট মৌজাস্থিত RS 111 ও LR 128 দাগের 27 ও 533 নং খতিয়ানস্থিত মোট ৩২.২১ শতক সম্পতি হইতেছে।

উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে B. L & LR O Magrahat-1 অফিসে যোগাযোগ করুন।

Bidhan Chandra Ghanta
Advocate
Alipore Criminal Sadar Court

জমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাচ্ছে যে আমি দ্বিপুল কুমার বিশ্বাস ও আমার দাদা বিপুল বিশ্বাস উভয়ের পিতা ৺রাজকুমার বিশ্বাস, গ্রাম শিবচন্দ্রপুর, পোঃ- বগুলা, থানা হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, মৌজা শিবচন্দ্রপুর, JL নং ২৮, LR ৩০৯ নং খতিয়ানভুক্ত LR ও RS দাগ নং ১৮৭০ শ্রেনী আমন পরিমান ৬.৫০ শতক ও LR ৩০৯ নং খতিয়ান ভুক্ত LR ও RS দাগ নং ১৮৭১ শ্রেনী আউশ জমির পরিমান ১০ শতক ফাঁকা জায়গা ১) শ্রীমতি সুষমা হালদার, স্বামী শ্রী নারায়ন চন্দ্র হালদার এ/৬৬ লক্ষ্মীনগর কলোনী, কলকাতা ৭৪, ২) শ্রীমতি শেফালী পাঁড়ে, স্বামী শ্রী অতুল পাঁড়ে, এ/৯ লক্ষ্মীনগর কলোনী, কলকাতা ৭৪, ৩) শ্রীমতি উর্মীলা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী শুকলাল বিশ্বাস, সাং বাদড়া ঘোষবাগান, কলকাতা ৫২, ৪) শ্রীমতি প্রমীলা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাস, সাং লেনিন নগর কলোনী, ইচ্ছাপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা ৫) নিরুপমা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী কিশোর কুমার বিশ্বাস, সাং বামনগাছি বলাকা আবাসন, পোঃ-বামনগাছি, থানা বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ১৮.০৪.২০০২ বারাসাত D.S.R-I অফিসে IV-106 নং আমমোক্তার দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার ও স্বয়ং শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ওরফে সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, পিতা ৺নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ওরফে নরেন বিশ্বাস, গ্রাম শিবচন্দ্রপুর, পোঃ- বগুলা, থানা হাঁসখালী, জেলা নদীয়া নিবাসীর নিকট হইতে ০৭.০২.২০১৮ হাঁসখালী এ.ডি.এস.আর অফিসে ৭৫২ নং কোবলা দলিল মূলে আমরা ক্রয় করেছি। এখানে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া আগামী ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L & L.R.O অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় আমরা উক্ত দলিল বলে ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজ নামে পত্তন (রেকর্ড) করিব। দ্বিপুল কুমার বিশ্বাস ও বিপুল বিশ্বাস, শিবচন্দ্রপুর, পোঃ- বগুলা, থানা হাঁসখালী, জেলা নদীয়া। Mob-7074857312

Kousik Das, Advocate,
Nadia District Judges Court at Krishnagar.

বিজ্ঞপ্তি

দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৫ অর্ডার রুল ২০
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর মোকাম ঘাটাল অতিরিক্ত দায়রা এবং জেলা জজ আদালত
৩৪১/২০২৩ নং ম্যাট সুট

অশোক সামন্ত, পিতা- বাঁশরী সামন্ত সাং- সিংপুর পৌরসভা ঘাটাল ওয়ার্ড নং ৮, পোঃ + থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

...রেসপনডেন্ট

প্রতি...

যেহেতু আপনার বিবাহিত স্ত্রী অমিতা সামন্ত, স্বামী অশোক সামন্ত c/o - নিহার সাঁতরা, সাং- মনসুকা, থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, আপনার নামে Hindu Marriage Act ১৩ (১) ধারা মতে মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। অতএব আপনাকে এই সমন দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ইং-০৮/১১/২০২৪ তারিখ বেলা ১০.৩০ ঘটিকার সময় উপরোক্ত আদালতে স্বয়ং / উকিলের দ্বারা হাজির হইয়া মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আবশ্যকীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান এবং স্বাক্ষর প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য ইংরাজি ১৯.০৯.২৪ তারিখ আমার দস্তখৎ ও আদালতের শীল মোহোর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
Mahesh Kumar Shaw
সেরেস্তাদাঁর,
অতিরিক্ত দায়েরা এবং জেলা জজ আদালত ঘাটাল
১৯/০৯/২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

শ্রী আশীষ গঙ্গোপাধ্যায় পিতা ৺নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়(গাঙ্গুলী) সাকিম তারকেশ্বর পদ্মপুকুর রোড, পোঃ ও থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪১০, বিগত ইং 26/04/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, তারকেশ্বর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1665/2022 নং দলিল বলে আমাকে (**শ্রী শুভাশীষ গাঙ্গুলী** পিতা ৺নবকুমার গাঙ্গুলী সাকিম তারকেশ্বর পদ্মপুকুর রোড, পোঃ ও থানা তারকেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪১০) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি ৪.২২ শতক আমি নিম্নোক্ত ক্রেতাগণকে বিক্রয় করি। যথাঃ ১)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3706/2024 নং দলিল মূলে **সেখ রফিক উদ্দিন** পিতা মরহুম সেখ রহিমবক্স ও সেখ আসিফ উদ্দিন পিতা সেখ রফিক উদ্দিন, ২)বিগত ইং 05/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3639/2024 নং দলিল মূলে **জিন্নাতারা বেগম** পিতা আয়ুব মোল্লা স্বামী সেখ রফিকউদ্দিন, ৩)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3704/2024 নং দলিল মূলে **মোর সেলিম মল্লিক** পিতা জামিরউদ্দিন মল্লিক, ৪)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3702/2024 নং দলিল মূলে **জাকির হোসেন** পিতা মরহুম গোলাম মোর্তজা, ৫)বিগত ইং 05/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3637/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী মনোজ মোদি,** পিতা ৺নারায়ন প্রসাদ (মোদি), ৬)বিগত ইং 05/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3638/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী সন্তোষ মোদী,** পিতা ৺নারায়ন মোদী, ৭)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3703/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী** পিতা শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী, ৮)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3701/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমতী চৈতালী বন্দোপাধ্যায়** স্বামী শ্রী অজিত ব্যানার্জ্জী, ৯)বিগত ইং 11/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3700/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী অজিত ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺গদাধর ব্যানার্জ্জী। একুনে উপরিউক্ত নয়টি কোবালা দলিল মূলে ১০ জন ক্রেতাকে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা ডি পাগজা, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ২৩৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৮০ নং দাগে শালি জমি ১.০০০০ অংশে ১ একর ১৪ শতক মধ্যে অত্র খতিয়ান ভুক্ত দাগের ০.১১১১ শতক তন্মধ্যে আমার নিজাংশে দাগের ০.০৩৭০ অংশে ৪.২২ শতক মাত্র আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যথাঃ **১)সেখ রফিক উদ্দিন** পিতা মরহুম সেখ রহিমবক্স, কেস নং MN/2024/0607/15026 ও সেখ আসিফ উদ্দিন পিতা সেখ রফিক উদ্দিন, কেস নং MN/2024/0607/15025 **২)জিন্নাতারা বেগম** পিতা আয়ুব মোল্লা স্বামী সেখ রফিকউদ্দিন, কেস নং MN/2024/0607/15027 **৩)মোর সেলিম মল্লিক** পিতা জামিরউদ্দিন মল্লিক, কেস নং MN/2024/0607/15028 **৪)জাকির হোসেন** পিতা মরহুম গোলাম মোর্তজা, কেস নং MN/2024/0607/15029 **৫)শ্রী মনোজ মোদি,** পিতা ৺নারায়ন প্রসাদ (মোদি), কেস নং MN/2024/0607/15032 **৬)শ্রী সন্তোষ মোদী,** পিতা ৺নারায়ন মোদী, কেস নং MN/2024/0607/15034 **৭)শ্রী তারাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী** পিতা শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী, কেস নং MN/2024/0607/15036 **৮)শ্রীমতী চৈতালী বন্দোপাধ্যায়** স্বামী শ্রী অজিত ব্যানার্জ্জী, কেস নং MN/2024/0607/15037 **৯)শ্রী অজিত ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺গদাধর ব্যানার্জ্জী কেস নং MN/2024/0607/15038। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

শুভাশীষ গাঙ্গুলী
আমমোক্তার

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে অক্টোবর, ৭ ই কার্তিক। বৃহস্পতি। সপ্তমী তিথি, পরে সপ্তমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন।যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ী দের নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখবর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী। মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

(আজ বৈষ্ণব গিরি গোবর্ধন পুজা। শুভ কর্ম । নামকরণ । দেবতা গঠন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়া জেলা জুড়ে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'র মোকাবিলায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঘূর্ণিঝড় 'দানা' নিয়ে আগাম সতর্কতা নিলো হাওড়া জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানান হয়েছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে হাওড়া জেলার অন্তর্গত হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া দুই মহকুমার সমস্ত ব্লক, পৌরসভা ও হাওড়া পৌর নিগমের সমস্ত এলাকাতে তীব্র গতিতে ঝড়ো হাওয়া-সহ অতি বৃষ্টি ও জল জমবে বলে জানান হয়েছে। এখনও অবধি আগাম সুরক্ষা পদক্ষেপ নিয়ে ১৮ হাজার ৫৭৪ জনকে অস্থায়ী আশ্রয় দিয়ে সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জেলার ৪০টি অস্থায়ী শিবির ও ৫৮টি স্কুল নিয়ে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনের মুখ্য কার্যালয়ে ২৪ ঘণ্টার জন্য কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে অসুরক্ষিত গাছ দ্রুততার সঙ্গে কেটে ফেলা হচ্ছে। পূর্ত বিভাগের রাস্তা ও বাস্তুকার্য বিভাগ নিয়ে মোট ৮টি দল কাজ করছে। ১০টি আপদকালীন ব্যবস্থাপনার বিশেষ দলকে নামানো হয়েছে। পাশাপাশি সতর্ক রাখা হয়েছে সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে। হাওড়ার শ্যামপুরে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিমকে মোতায়েন করা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৪ টি বোট প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ত্রিপল, শুকনো খাবার, চাল ও পরিধান সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ২২ অক্টোবর থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের বিষয়ে সতর্কতা বাড়ানোর জন্য মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। জরুরী পরিস্থিতিতে নিষ্ক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে শ্যামপুর, বাগনান, উলুবেড়িয়া, হাওড়া পৌর নিগমকে রাখা হয়েছে। হাওড়া শহরে জমা জল দ্রুত নামানোর জন্য ৮১টি পাম্প প্রস্তুত রাখা হয়েছে। দুর্গাপূজায় লাগানো হোর্ডিং, কাটআউট খুলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও জেলার পরিস্থিতি নিয়ে ব্লক, মহকুমা আধিকারিক সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা বৈঠক করেছেন।

উপনির্বাচনের কারণে সীমিত আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনের কারণে কয়েকটি এলাকা বাদ রেখেই রাজ্যে আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই সমীক্ষায় এপর্যন্ত ২ লক্ষের বেশি উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রথম দু'দিনেই ৪০ হাজারের বেশি প্রাপকদের নাম বাদ পড়েছে বলেও জানা গেছে। অনেক উপভোক্তা নিজেদের উদ্যোগে বাড়ি তৈরি করে নিয়েছেন। কেউ ওই ঠিকানায় আর বাস করেন না। কোনও কোনও উপভোক্তা কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া নতুন শর্ত পূরণ করতে পারেন নি। সেকারণেই তাদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন। তিনি জানান, কেন্দ্র টাকা না-দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের মাথায় পাকা ছাদ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। যেন ন্যায্য প্রাপকরাই এই সহায়তা পান তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আর রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নতির কারণে অনেকে পরে নিজেরাই পাকাবাড়ি তৈরি করে নিতে পেরেছেন। ফলে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত নিজেদের কোষাগার থেকেই আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। এজন্য রাজ্যজুড়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার তথ্য যাচাই করার কথা থাকলেও নতুন করে আরও আবেদনকারীর তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা বাড়বে আরও কয়েক লক্ষ, মনে করছে রাজ্য।

ঘূর্ণিঝড়ে ফসল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় দানার প্রকোপে নষ্ট হতে পারে জমির ফসল। এবিষয়ে রাজ্যের কৃষকদের আগেভাগেই সতর্ক করেছে কৃষি দফতর। একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ে যদি ফসলের ক্ষয় ক্ষতি হয় তবে বাংলা শস্য বীমা যোজনা আওতায় ক্ষতিপূরণ পাবেন কৃষকেরা। কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বুধবার জানিয়েছেন, ৪২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এরমধ্যে এখন আউশ ধান কাটার মরশুম। ১ লক্ষ ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ধান চাষ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তার পরেই তৎপরতার সঙ্গে কৃষকদের ফসল কাটার নির্দেশ দেয় নবান্ন। কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৯৭ শতাংশ আউশ ধান ইতিমধ্যেই কাটা হয়ে গিয়েছে। বাকি ৩ শতাংশ ধান কাটা চলছে। বড় কিছু না হলে বাকি ৪১ লক্ষ হেক্টর জমির ধান নিয়ে চিন্তা নেই। কারণ, সেগুলি এখনও একেবারেই চারা অবস্থায় রয়েছে। তাও যদি ধান নষ্ট হয় তাহলে বাংলার শস্য বীমার অধীনে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হবে। মন্ত্রী জানান, বাংলা শস্য বীমায় ইতিমধ্যেই ৫৪ লক্ষ কৃষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। এখনও ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় রয়েছে। তাই যারা বাকি রয়েছেন তাঁদের বিশেষ ক্যাম্পে গিয়ে নাম তোলার অনুরোধ করা হচ্ছে নবান্নর তরফে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনেক আগেই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

'দানা'র শঙ্কা, লোহার বেড়িতে বাঁধা হল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রাতে ওড়িশার উপকূলের মাঝামাঝি কোনও জায়গায় আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'। তার প্রভাব পড়তে পারে বাংলার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। ওই সব এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই আশঙ্কায় লোহার শিকলে বেঁধে দেওয়া হল ট্রেন। বুধবার হাওড়া বিভাগের শালিমার রেল ইয়ার্ডে দেখা গিয়েছে এমন ছবি।

'দানা'-এ ক্ষয়ক্ষতি ঠেকাতে আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। শালিমার রেল ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলির চাকা বাঁধা হল লোহার শিকলে। যাতে ঝোড়ো হাওয়ায় ট্রেন গড়িয়ে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। এছাড়া বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিলের ঘোষণাও করা হয়েছে।

আগামী দুই দিন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কয়েকটি বিভাগে ১৫১ টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। যে যাত্রীরা আগে থেকে আসন সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁদের মোবাইলে বার্তা পাঠানো হবে। তাঁরা টিকিট বাতিল করে টাকা ফেরত নিতে পারবেন বলেও রেল সূত্রে খবর। সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে শিক্ষা নিয়ে শালিমার রেল ইয়ার্ডে ট্রেনের চাকায় বাঁধা হল চেন-তালা।

আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগাম সতর্কতাতে এই ব্যবস্থা বলেই জানা যাচ্ছে। তাই ট্রেনের লোহার চাকায় লোহার শিকল ও জ্যাক দিয়ে বাঁধা হল। এর আগেও একাধিক বার দুর্যোগের পূর্বে ট্রেনের চাকায় লোহার শিকল জড়িয়ে তালা-চাবি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন রেল কর্মীরা।

দাবি মানল সরকার, ধর্মঘট প্রত্যাহার চালকল মালিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার একাধিক দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ায় রাজ্যের চালকল মালিকরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সরকারের কাছ থেকে ধান নেওয়ার কাজ ফের শুরু করার ব্যাপারেও তারা সম্মত হয়েছেন। চালকল মালিকদের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে চলতি অচলাবস্থা কাটাতে বুধবার খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ মিল মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডিও উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে ধান থেকে চাল তৈরির টাকা বাড়ানো সহ একাধিক দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। বেঙ্গল রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন এর কার্যনির্বাহী সভাপতি আব্দুল মালেক জানান, বৈঠকে সরকার পক্ষের তরফ থেকে মিল মালিকদের দাবি দাওয়া গুলি নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো হয়েছে। বেশ কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সে কারণে ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজয়ার মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজো শেষে বিজয়ার উৎসবে সবাইকে সামিল করলেন পুরপিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিসর্জনের শেষে বিজয়ার রীতি থাকে। এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বড়দের প্রণাম, সমবয়সীদের কোলাকুলির রেওয়াজ কমেছে বাঙালিদের মধ্যে। কিন্তু মানুষ উৎসবকে ভোলেনি। ভোলেনি সৌজন্যও। সম্প্রতি ২৬ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে এক জায়গাতে একজোট এলাকার সবাই। যা আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় পুরপিতা তারক নাথ চট্টোপাধ্যায়। ঝলমলে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান। নাচে-গানে-কথায় মেতে ওঠে অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা। অসংখ্য মানুষ সামিল হন এই বিজয়া সম্মিলনীর মিলন উৎসবে। পাশাপাশি এদিনের এই মঞ্চে অন্যদল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বেশ কয়েকজন। ফলে জোড়া আনন্দ একই অনুষ্ঠানে। এলাকার সকলকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান পুরপিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজয়ার মিষ্টিমুখেই জনসংযোগের প্রাথমিক কাজটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তিনি। এলাকার সবাই সাধুবাদও জানান তাঁকে।

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া'র ধর্মাঙ্কুর মহাবিহারে শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব ২০২৪ আয়োজিত হল। বহু পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল এদিন। সংঘদানে ৩৩ জন মহান ভিক্ষুসংঘ (২৮জন ভিক্ষু ও ৫জন শ্রমণ)-সহ ৪৮৫ জন উপাসক- উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। রবিবার আরও আনন্দের বিকেলে ৫৬৩ জন উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু চৌধুরী তাঁর স্বাগত ভাষণে সভার বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা আপ্লুত, অভিভূত এবং উৎসাহিত যে এই অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া নব্বই দশকের পর আর দেখা যায়নি। আপনারা এইভাবে সর্বক্ষেত্রে পাশে থেকে এপার বাংলার বৌদ্ধদের ঐতিহ্য, অহংকার, ধর্মের আঁতুড়ঘরকে যত আগলে রাখবেন, আমরা ততই দৃঢ় হব, সংঘবদ্ধ হব।' মহান ভিক্ষুসংঘের সদস্যরা এদিন সময়োপযোগী ধর্মদেশনা ও মোটিভেশানাল বক্তব্য পেশ করেন।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৪ অক্টোবর ২০২৪, ৭ কার্তিক, বৃহস্পতিবার

বৃহস্পতির সন্ধে থেকে শুক্র সকাল, বন্ধ থাকবে পূর্ব রেলের লোকাল ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দানা ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে বাংলা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতেই বাংলা-ওড়িশার উপকূলে আছড়ে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা এই বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে প্রশাসন। আমজনতা যাতে কোনও ধরনের সমস্যায় না পড়েন তার জন্য প্রস্তুত তাঁরাও। এদিকে বুধবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ কালো। কলকাতায় বেশ বৃষ্টিও হয় দু'এক পশলা। এমতাবস্থায় কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না রেলের কর্তারাও।

সবথেকে বেশি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকার কথা ২৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। ওই দিন রাত ৮টা থেকে শিয়ালদা থেকে চলবে না কোনও ট্রেন। কোনও শাখা থেকেই কোনও লোকাল ট্রেন চালাবে না রেল। এদিন এমনটাই জানিয়েছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

এদিকে শিয়ালদা রেল ডিভিশনের ডিআরএম দীপক নিগম বলেন, কলকাতায় ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। এমারজেন্সি কন্ট্রোল রুম খোলা হচ্ছে। একাধিক পাম্প নিয়ে আসা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে। বিভিন্ন

শিয়ালদার বিভিন্ন শাখায় বাতিল ট্রেনের তালিকা

- শিয়ালদা-ক্যানিং শাখায় ১৩টি আপ এবং ১১টি ডাউন লোকাল।
- সোনারপুর-ক্যানিং শাখায় ৩টি আপ এবং ৪টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় ১৫টি আপ এবং ১০টি ডাউন।
- শিয়ালদা-বজবজ শাখায় ১৫টি আপ এবং ১৪টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-সোনারপুর শাখায় ৪টি আপ এবং ৭টি ডাউন লোকাল।
- সোনারপুর-বারুইপুর শাখায় ১টি আপ এবং ১টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-বারুইপুর শাখায় ৭টি আপ এবং ৯টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-নৈহাটি শাখায় ২টি ডাউন লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে।
- লক্ষ্মীকান্তপুর-বারুইপুর শাখায় ১টি আপ এবং ২টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-ডায়মন্ড হারবার শাখায় ১৫টি আপ ইউপি এবং ১৫টি ডাউন লোকাল।
- লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা শাখায় ১০টি আপ এবং ৯টি ডাউন লোকাল।
- শিয়ালদা-বারাসত-হাসনাবাদ শাখায় ১১টি আপ এবং ৯টি ডাউন লোকাল।
- সার্কুলার রেল শাখায় ১টি আপ এবং ১টি ডাউন লোকাল।

স্টেশনের গাছ ট্রিম করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, স্টেশন বিল্ডিংয়েই যেন থাকতে পারেন যাত্রীরা, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তার জন্য পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা হবে। কেউ যেন প্ল্যাটফর্ম শেডে না থাকে। ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, কাকদ্বীপে সিগন্যাল বিভাগের সিনিয়র আধিকারিকরা থাকবেন। এখানে মেডিক্যাল টিমও থাকবে। এর পাশাপাশি মোটরম্যানদের বলা হয়েছে, হাওয়ার বেগ বুঝে কন্ট্রোল রুমে জানাতে। যাতে ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিজ্ঞাপন বোর্ড বারবার পরীক্ষা করা হয়েছে। শিয়ালদা সাউথে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় শেষ ট্রেন ছাড়া হবে। এরপর বন্ধ থাকবে ২৫ অক্টোবর সকাল দশটা পর্যন্ত। দক্ষিণ শাখার যে সব ট্রেন শিয়ালদা আসবে, তাদের প্রান্তিক স্টেশন থেকে শেষ ট্রেন সন্ধ্যা সাতটায় ছাড়বে। আবার পরের দিন সকাল ন'টায় ছাড়বে। ঝড়ের সময়ে কোনও ট্রেন লাইনে রাখা হবে না। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল অফিস থেকে সব নজরদারি চালানো হবে। সঙ্গে দীপক নিগম আরও জানান, কানেক্টিভিটি যথাযথ রাখার জন্য রেল নিজে থেকেই কথা বলেছে ফোন প্রোভাইডারদের সঙ্গে। এর জন্য একটা হেল্পলাইন নম্বরও খোলা হচ্ছে। তবে বৃহস্পতিবার ট্রেন বন্ধ হওয়ার আগে, যাত্রী চাহিদা দেখে অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এও জানান, ১৯০ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। দক্ষিণ শাখায় সবচেয়ে বেশি লোকাল বাতিল থাকছে। সব মিলিয়ে ১৯০ লোকাল আপাতত বাতিল করল পূর্ব রেলের শিয়ালদা ডিভিশন। যার মধ্যে শিয়ালদা-ক্যানিং শাখায় ২৪টি, সোনারপুর-ক্যানিং ৭টি, শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর ২৫টি, শিয়ালদা-বজবজ ২৯টি, শিয়ালদা-সোনারপুর ১১টি, সোনারপুর-বারুইপুর ২টি, শিয়ালদা-বারুইপুর ১৬টি, শিয়ালদা-নৈহাটি ২টি, লক্ষ্মীকান্তপুর-বারুইপুর ৩টি, শিয়ালদা- ডায়মন্ড হারবার ৩০টি, লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা ১৯টি, শিয়ালদা-হাসনাবাদ ২০টি, সার্কুলার রেল ২টি ট্রেন বাতিল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শুধু শিয়ালদা নয়। ২৪ অক্টোবর হাসনাবাদ ও নামখানা থেকেও সন্ধে ৭টার পর কোনও ট্রেন ছাড়বে না। এটাও জানিয়ে দিয়েছে রেল। বৃহস্পতিবার শিয়ালদা থেকে শেষ ট্রেন পাওয়া যাবে রাত আটটায়। তারপর আর নয়। যাত্রীদের সামগ্রিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানাচ্ছেন কৌশিক মিত্র।

বিরূপাক্ষ ও অভীকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগে সিলমোহর স্বাস্থ্যভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও অভীক দে-র বিরুদ্ধে জমা পড়ল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সিলমোহর দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে অভয়াকাণ্ডের প্রেক্ষিতে 'থ্রেট কালচার' নিয়ে উত্তাল হয় রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্র। এরপর তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে কমিটি গঠন করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। সেই রিপোর্টই এবার এল প্রকাশ্যে। এদিকে চিকিৎসকেরা অভিযোগ তোলেন, কয়েকজন চিকিৎসক পড়ুয়ার আচরণে মেডিক্যাল কলেজগুলির পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে, তটস্থ থাকছেন পড়ুয়ারা। থ্রেট সিন্ডিকেটের অন্যতম মুখ হিসেবে এই দুই চিকিৎসক অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের নাম উঠে আসে। বিরূপাক্ষ বিশ্বাস বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার।

এদিকে, এই বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির নামে মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী দীন মহম্মদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সাগর দত্ত, তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এই সংক্রান্ত ঘটনায় পুলিশের খাতায় বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে চারটি এফআইআরও দায়ের হয়। এদিকে আবার আরজি করের ঘটনায় কেন তিনি ৯ অগাস্ট আরজি করে গিয়েছিলেন, কী করছিলেন ঘটনাস্থলে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর বর্ধমান থেকে সরিয়ে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে পাঠিয়ে দেয় স্বাস্থ্যভবন। বদলির নোটিস জারি হতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সেখানকার জুনিয়র ডাক্তাররা। সাধারণ মানুষও বিক্ষোভ দেখান। এরপরই স্বাস্থ্যভবন সিনিয়র রেসিডেন্ট পদ থেকে অব্যাহতি দেয় বিরূপাক্ষকে।

এদিকে, স্বাস্থ্য দফতরের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বিপাকে পড়েছেন অভীক দে-ও। গত ৯ অগাস্ট অভয়ার দেহ উদ্ধারের দিন আরজি করের ক্রাইম সিনে থাকার কথা অস্বীকার করেননি অভীক দে। ক্রাইম সিনে 'লাল জামা' পরিহিত অভীকের উপস্থিতি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্বাস্থ্য দফতরের তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সে কথা উল্লেখ করা আছে। অভীক ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানিয়েছেন, 'মেডিক্যাল কাউন্সিলের দলের সঙ্গে আরজি কর গিয়েছিলাম।' এদিকে প্রশ্ন ওঠে, এসএসকেএমের সার্ভিস পিজিটি হয়ে আরজি করে কেন তা নিয়েও। সূত্রের খবর, রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্ত কমিটির প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি অভীক। এসএসকেএম কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই আরজি করে যাওয়ার কথা স্বীকার করেন অভীক। এর পাশাপাশি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ নিয়েও রিপোর্টে বিস্ফোরক অভিযোগ করা হয়েছে বলে যানা গিয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের গেস্ট হাউসে চলত পার্টি। সেই সব পার্টিতে তরুণী চিকিৎসকদের হাজির হতে 'বাধ্য' করা হতো বলেও অভিযোগ। অসহযোগিতায় পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ। অভীকের প্রভাবেই এমন ঘটনা বলে তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। যদিও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভীক। তবে গভীর রাতে গেস্ট হাউসে জন্মদিন বা অন্য কারণে অনুষ্ঠানের কথা স্বীকার করেছেন। তদন্ত রিপোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে।

একইসঙ্গে অভীকের এসএসকেএমে সার্ভিস কোটায় পিজিটি পাওয়া নিয়েও বিতর্ক। গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে এসএসকেএমে সার্ভিস পিজিটি। সূত্রের খবর, বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছিলেন অভীক। তবে অনাময়ের সুপার জানিয়েছেন, অভীক দে নামে কেউ রেডিও ডায়াগনসিস বিভাগে টিউটর পদে কাজ করেননি। সূত্রের খবর, বর্ধমানের রেডিওলজি বিভাগের প্রধানও তদন্ত কমিটিকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, অভীককে ডিপার্টমেন্টে পাওয়াই যেত না।

বাম আমলে খালাসির কাজ করতেন, নৈহাটির তৃণমূল প্রার্থীকে কটাক্ষ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাম আমলে এম্বুলেন্সের খালাসির কাজ করতেন। এখন উনি দু'হাজার কোটি টাকার মালিক।' নাম না করে নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে-কে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বুধবার নৈহাটি কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানেই তিনি তৃণমূল প্রার্থীকে নিশানা করেন। তাঁর দাবি, পার্থ ভৌমিকের চেয়ে সাতগুন দুর্নীতিগ্রস্ত হলেন তৃণমূল প্রার্থী। তাঁর অনুমান, মানুষকে বুথে পৌঁছে দিতে পারলে বিজেপির পক্ষে ভোট হবে। তাঁর কথায়, এবারে বামপন্থীরা সুবিধা করে দিয়েছে। আগে ওরা বলতো 'নো ভোট টু বিজেপি।' তাছাড়া সনাতনীদের কিছু ভোট ওরা কেটে নিত। এবারে ওই কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী দিতে পারেনি। তাই সিপিআই (এমএল) লিবারেশন প্রার্থী দিয়েছে। ওখানে নকশালদের কোনও প্রভাব পড়বে না। কিন্তু সনাতনীদের ভোট আগে সিপিএমে যেত। সেটা এবার বিজেপির ঝুলিতে পড়বে। সেটিং তত্ত্ব নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, সিপিএম বকলমে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। ওরা বলে থাকে, দিদি-মোদি সেটিং। কিন্তু আসলে সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সেটিং আছে। রাজ্যের ছয়টি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামেদের প্রার্থী দেওয়া নিয়ে, তা প্রমাণও হয়ে গিয়েছে। ভোট পরিচালনা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনকে নিশানা করে তিনি বলেন, '২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মিলে ইভিএম বদল করেছিল। এবারে উপনির্বাচনে এঁদেরকে সরাতে হবে। বুথ থেকে সরাসরি স্ট্রং রুমে ইভিএম আনতে হবে।' তাঁর অভিযোগ, এঁরা তৃণমূলের দালাল হয়ে কাজ করছে। নির্বাচনের নামে এঁরা প্রহসন করছে। পুলিশ প্রশাসন আর রাজ্য প্রশাসন মিলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট লুঠ করেছিল। তাঁর দাবি, নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনতে স্পেশ্যাল অবজারভার নিয়োগ করা দরকার। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী রূপক মিত্র তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিককে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে পার্থ ভৌমিক গুন্ডাবাহিনী ছাড়া ভোট করিয়ে দেখাক।' তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারলে নৈহাটিতে গুন্ডারাজ, সিন্ডিকেটরাজ, থ্রেট রাজনীতি খতম হবে। তাঁর কথায়, নৈহাটি মানে বঙ্কিম চন্দ্রের গড়, নৈহাটি মানে বড়মার গড়। এই গড়ে ভোট লুটের চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষ ভোটের দিন বুঝে নেবে। গেরুয়া প্রার্থী বলেন, ১৩ মাসের জন্য বিজেপিকে বিশ্বাস করুন। সুখে-দুঃখে ঘরের ছেলে হিসেবে তিনি নৈহাটিবাসীর পাশে থাকবেন। এদিন প্রশাসনিক ভবনে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

ফের মারণ ঝাঁপ, ক্ষণিকের জন্য বিঘ্নিত মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালে অফিস টাইমে মেট্রো চলাচলে বিঘ্ন। কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, এদিন সকালে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক মহিলা। এর পাশাপাশি মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ওই মহিলা সন্তান নিয়ে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে ঢোকেন। তারপরই তিনি হঠাৎ সামনে আসা একটি মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দেন। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাটি ঘটে সকাল ১০টা ৫৪ মিনিটে।

এরপর বেশ কিছুক্ষণের জন্য মেট্রো চলাচল বন্ধ রাখা হয়। আপদকালীন ময়দান থেকে কবি সুভাষ ও দমদম থেকে গিরিশ পার্কের মাঝে চালানো হয় মেট্রো। অফিস টাইমে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। চাঁদনি চকের সামনে অফিস থাকায় বহু মানুষ মেট্রো স্টেশনে আটকে পড়েন। এই ঘটনার এক ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা।

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় ফেরি সার্ভিস বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'দানা'। তাই দুর্যোগের আশঙ্কায় ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের হুগলি নদীর তীরবর্তী সমস্ত ফেরিঘাটগুলোতে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার বেলার দিকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে শিল্পাঞ্চল জুড়ে। নৈহাটি ফেরিঘাটের কর্মচারি শিবনাথ রাহা জানান, প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী বুধবার বিকেল পাঁচটা থেকে শুক্রবার বেলা ১২টা পর্যন্ত ফেরি সার্ভিস বন্ধ থাকবে। যাত্রীদের নিরাপত্তায় এদিন সকাল থেকে ফেরিঘাটে মাইকিং করা হচ্ছে। বন্ধ রাখার ব্যাপারে টিকিট কাউন্টারের পাশে নোটিশও সাটানো হয়েছে। কিন্তু দুর্যোগ বাড়লে ফেরি সার্ভিস নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। লঞ্চ চালক মুবারক গাজী বলেন, যাত্রীদের নিরাপত্তায় সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে দুর্যোগ বাড়লে জেটি থেকে অন্যত্র কোনও নিরাপদ স্থানে লঞ্চ সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

রেশন দুর্নীতিতে কলকাতা, হাওড়া সহ মোট ১৪ জায়গায় হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতি মামলায় নয়া মোড়। বুধবার সকালেই রেশন দুর্নীতি মামলায় তদন্তে ইডির ফের তৎপরতা নজরে আসে। রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার অভিযান বাঙুর অ্যাভিনিউর মহেন্দ্র আগরাওয়াল নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। ইডি সূত্রে দাবি, রেশন দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে ওই ব্যবসায়ীর একাধিক সংস্থায় লগ্নি হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মহেন্দ্রর প্রায় ৯০টির বেশি কোম্পানির হদিস পাওয়া গিয়েছে। বাঙুরেই রযেছে ওই ব্যবসায়ীর দু'টি বাড়িও। অন্যদিকে, হাওড়ার পাঁচলাতেও হানা দেয় ইডি। এখানে বসবাস করেন রেশন ডিলার লোকনাথ সাহা। পাঁচলার বিকীহাকলায় তাঁর এই রেশন দোকান রয়েছে। আধিকারিকরা সেখানেও যায় বলে খবর। তবে এ দিন সাত সকালে রেশন ডিলারের রেশন দোকান পৌঁছলেও ভিতরে ঢুকতে পারেননি তাঁরা। কারণ দোকানের মালিক লোকনাথবাবু সেখানে ছিলেন না। আধিকারিকরা তাঁকে ফোন করেন। এদিকে এদিনের এই অভিযান সম্পর্কে ইডির তরফে জানানো হয়, রেশন দুর্নীতির টাকা ঘুরপথে মহেন্দ্র আগরওয়ালের একাধিক সংস্থায় লগ্নি হয়েছে।পাঁচলা ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। বুধবার মোট ১৪ জায়গায় হানা দেয় ইডি। যার মধ্যে রয়েছে রানাঘাট, গাঁইঘাটা, উলুবেড়িয়ার কিছু জায়গা। রেশন ডিস্ট্রিবিউটর ও ডিলারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এই মামলা থেকে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না সেটাই এখন দেখার। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় এর আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। সেই সঙ্গে আরও গ্রেফতার করা হয় শেখ শাহজাহান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতাকে। এদিকে আবার রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন বাকিবুর রহমান-সহ আরও দুই জন।

ইডির হানা প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রেশন দুর্নীতি মামলা এত বড় যে আগামী কয়েক বছর ধরে রেড চললেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। প্রতিটি জেলায় এর সুবিধাভোগী রয়েছে। তৃণমূলের নেতা এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রত্যেকের বাড়িতে তল্লাশি হওয়া উচিত।'

আরজি করকাণ্ডের প্রভাব উপনির্বাচনে পড়বে, দাবি নৈহাটির বামপ্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আরজি করকাণ্ডের প্রভাব উপনির্বাচনে পড়বে।' বুধবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন জমা দিয়ে এমনটাই বললেন নৈহাটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এমএল) প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার। তিনি আরও বলেন, উপনির্বাচনে শুধু আরজি কর কাণ্ডের প্রভাব পড়বে না। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নৈহাটিতে বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীদের মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটেছিল। সেই হামলার জবাব এবার সাধারণ মানুষ দেবেন। নৈহাটির পরিস্থিতি নিয়ে বামপ্রার্থী বলেন, এই বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে পুরসভার ৩১টি ওয়ার্ড এবং ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষি শ্রমিকরা ঠিকমতো মজুরি পাচ্ছেন না। লিজ চাষিরা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শহরাঞ্চলে জুটমিলের বেহাল দশা নিয়ে বাম প্রার্থী বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি বানচাল করার চেষ্টা করছে মালিকপক্ষ। তাঁর অভিযোগ, জুটমিলগুলোতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানা হচ্ছে না। সপ্তাহে তিন-চারদিন কাজ পাচ্ছেন শ্রমিকরা। ফলে চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিকরা উৎসাহ ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বানচাল নিয়ে বাম প্রার্থী বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে এবারে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হয়নি।

নৈহাটিতে থানার অদূরেই প্রকাশ্যে স্ত্রীকে খুন, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশ্যে স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটি থানা সন্নিহিত ব্যানার্জি পাড়ায়। মৃতার নাম সুপ্রিয়া প্রসাদ। তাঁর বাবার বাড়ি নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক বছর আগেই কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা সুপ্রিয়ার সঙ্গে নৈহাটি পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্যাটারসন রোডের বৈষ্ণব পাড়ার বাসিন্দা সুনীল প্রাসাদের বিয়ে হয়। সুনীল স্থানীয় রবারের গুদামে কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানান, থানার সামনে এদিন স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন সুনীল প্রসাদ। সেখানে তিনজনের মধ্যে তুমুল বচসা বেধে যায়। রাগের বশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীর গলায় আঘাত করেন সুনীল। রক্তাক্ত অবস্থায় সুপ্রিয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল অভিযুক্ত সুনীল প্রসাদকে গ্রেফতার করেছে। একইসঙ্গে মৃতার প্রেমিককে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মৃতার মেয়ে নিতা প্রসাদ জানান, এদিন বেলায় খবর পেলাম বাবা মাকে খুন করেছে। মায়ের সঙ্গে গৌরীপুর লালদিঘির বাসিন্দা পঙ্কজ পান্ডে নামে যুবকের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দশ মাস আগে মা ওই যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। তাঁর দাবি, বাবা রাগের বশে এই কান্ড ঘটিয়েছে। মৃতার শ্বশুর রামচন্দ্র প্রসাদ জানান, বউমা অন্য যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে ছেলে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। স্ত্রী চলে যাওয়ায় মনের দুঃখে একাধিকবার ছেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। বউমাকে ছেলে ভীষণ ভালোবাসত। এদিন থানার কাছে চায়ের দোকানের সামনে ছেলের সঙ্গে বউমা ও তাঁর প্রেমিকের ঝামেলা হয়। সহ্য করতে না পেরে ছেলে বউমাকে ওখানেই মেরে দেয়।

গৌরীপুর শিল্পনগরী শ্মশান নগরীতে পরিণত হয়েছে: কংগ্রেস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামেদের সঙ্গে এবারে কংগ্রেসের জোট হয়নি। নৈহাটি কেন্দ্রে সিপিএমের বদলে প্রার্থী দিয়েছে জোট শরিক সিপিআই (এমএল) লিবারেশন। অপরদিকে নৈহাটি কেন্দ্রে হাত প্রতীকের প্রার্থী করা হয়েছে বর্ষীয়ান ডানপন্থী নেতা তথা রক্ত আন্দোলনের নেতা পরেশ নাথ সরকারকে। বাম জমানায় লালপার্টির বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই করেছিলেন নৈহাটির ভূমিপুত্র পরেশ নাথ সরকার। গোটা নৈহাটি তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। কিন্তু নৈহাটিতে কংগ্রেসের সংগঠন খুবই দুর্বল। এমত অবস্থায় চারমুখী লড়াইয়ে বর্ষীয়ান এই ডানপন্থী নেতা ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা অবশ্য সময়ই বলবে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে দলীয় প্রার্থী হিসেবে পরেশ নাথ সরকারের নাম ঘোষণা করেছে জাতীয় কংগ্রেস। বুধবার বেলায় নৈহাটির সাহেবকুঠি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরেশ নাথ সরকার রুগ্ন গৌরীপুর শিল্পতালুক নিয়ে মুখ খুললেন। তিনি বললেন, গৌরীপুর শিল্পনগরী এখন শ্মশান নগরীতে পরিণত হয়েছে। জেনসন নিকেলসন রঙ কারখানা থেকে শুরু করে সিসি কোম্পানি, পাওয়ার প্ল্যাট বহু বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। ধুঁকছে নদীয়া জুটমিল। তাঁর আক্ষেপ, গৌরীপুর জুটমিল বন্ধের সময় শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৪,৫০০ জনের মতো। মিল বন্ধের পর অনেকেই আত্মহত্যা করেছেন, অনেক শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিক সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ১২০০। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরীপুরে এসে মিল খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মিল খোলেনি। লোকসভা নির্বাচনের আগেও গেট রঙ করে গৌরীপুর জুটমিল খোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন শাসকদলের নেতারা। তবুও এই বন্ধের মিলের হাল ফেরেনি। উল্টে শাসকদলের মদতে মিলের যন্ত্রাংশ লুটপাট হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, মিল বলতে আর কিছুই নেই। মিল চত্বর ফাঁকা মাঠ হয়ে গিয়েছে। মিলের ভগ্নাংশে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। পরেশ বাবুর কথায়, মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বিধানসভায় যেতে পারলে বন্ধ মিল-সহ কলকারখানা খোলার চেষ্টা করবেন। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, মানুষ ভোট দিতে পারলে কিংবা ভোট লুট রুখতে পারলে নৈহাটিতে এবার 'মিরাকেল' ঘটবে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে কংগ্রেস প্রার্থী তথা প্রাক্তন রেল কর্মচারী পরেশ নাথ সরকার বলেন, বহুবার ভোট যুদ্ধে তিনি সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর হাত ধরে কেউ বিধায়ক, কেউ পুরপ্রধান, আবার কেউ সিআইসিও হয়েছেন। যদিও রেল কর্মচারী হবার সুবাদে তিনি কোনওদিন ভোটে লড়েন নি। অথচ তিনি ভোট যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। এবারে দল তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। পরেশ বাবুর ধারনা, নৈহাটি কেন্দ্রে টাফ লড়াই হবার সম্ভাবনা হয়েছে। মানুষ যদি ভোট দিতে পারেন। তাহলে অনেক হিসেব নিকেশ উল্টে যাবে।

ছয়টি বিধানসভা আসনে এবার চতুর্মুখী লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৬টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে এবার চতুর্মুখী লড়াই। মঙ্গলবার ৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল কংগ্রেস। উপনির্বাচনে বামেরা যে কংগ্রেসের হাত ধরছে না, তা মঙ্গলবারই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবার কংগ্রেসও ৬টি আসনে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল।

সিতাই আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হরিহর রায়সিংহ। মাদারিহাটে হাত শিবিরের প্রার্থী হচ্ছেন বিকাশ চম্প্রমারি। নৈহাটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে পরেশনাথ সরকারকে। হাড়োয়া আসনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন হাবিব রেজা চৌধুরী। মেদিনীপুর আসনে শ্যামল কুমার ঘোষকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। আর তালডাংরা আসনে কংগ্রেসের টিকিটে লড়বেন তুষারকান্তি সন্নিগ্রাহী। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসন পায়নি বাম ও কংগ্রেস। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে জোট বেঁধেছিল তারা। কিছুদিন আগে অধীর চৌধুরীর জায়গায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন শুভঙ্কর সরকার। বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট থাকবে কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। মঙ্গলবার শেষ মুহূর্ত বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন শুভঙ্কর সরকার। কিন্তু, তখন আর জোট নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয় বলে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান জানিয়ে দেন। তারপর ৫টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে বামফ্রন্ট। আইএসএফের জন্য দরজা খোলা রেখে একটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। এরপর এদিন হাড়োয়া আসনে পিয়ারুল ইসলামের নাম ঘোষণা করে আইএসএফ।

শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে ৬ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করায় এবারের উপনির্বাচনে তাই চতুর্মুখী লড়াই দেখা যাবে। একুশের নির্বাচনে এই ৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছিল ৫টি আসন। আর বিজেপি পেয়েছিল একটি। উপনির্বাচনে কে কাকে টেক্কা দেয় সেটাই দেখার।

সম্পাদকীয়

সহায় সম্বলহীন প্রবীণদের সরকারকেই ভরসা দিতে হবে

কেবল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত পরিবারেই নয়, তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেও বহু ক্ষেত্রে প্রবীণদের নানা দুঃখ-দুর্দশায় দিনযাপন করতে হয়। সম্পত্তির ভাগ চুলচেরা হিসাব করে বুঝে নেওয়ার পর দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের জন্য বাবা-মাকে ভিখারির মতো করে রাখার নজির বিস্তর। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আজকের প্রবীণ মানুষটি যৌবনকালে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে অনুরূপ অমানবিক আচরণই করেছিলেন, তাঁর সেই স্বার্থপরতা, অমানবিকতা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণরা এতটাই অসহায় হয়ে পড়েন যে, তাঁরা সামাজিক ভাবে বা প্রশাসনিক দিক থেকেও কারও সাহায্য পান না। ব্যতিক্রমী দু'-একটি ক্ষেত্রে প্রবীণ বাবা-মাকে সুবিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হতে দেখা গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এই অমানবিক আচরণ মেনে নিয়ে অসহায় ভাবে গতানুগতিক এই জীবন বয়ে চলেন। বৃদ্ধাদের অবস্থা আরও দুঃসহ। পরনির্ভরশীল জীবন তাঁরা হাসিমুখে যাপন করতে পারেন শুধু তাঁদের প্রতি যদি একটু মানবিক আচরণ করা হয়, সামান্য একটু কর্তব্য পালন করা হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষকে কোন অতলে নামিয়ে দিচ্ছে! বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন, কর্তব্যজ্ঞানহীন ভোগবাদী মানুষের বিবেক জাগাতে প্রয়োজন কঠোর অনুশাসন ও আইন। কেউ যদি নিজের বৃদ্ধ বাবা-মাকে সামান্য খাওয়া-পরার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে, তা হলে শুধুই রাষ্ট্র তাঁদের দায়িত্ব নেবে, এই মনোভাব ঠিক নয়। নিশ্চিত ভাবেই সহায়-সম্বলহীন একক প্রবীণদের জন্য সরকারকে যথেষ্ট সাহায্যের পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি যাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজন দ্বারা উপেক্ষিত, তাঁদের বঞ্চনার জন্য পরিবারের সংশ্লিষ্ট লোককে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করতে হবে। কর্তব্য যারা ভুলে যায়, তাদের বিবেককে চাবুক মেরে জাগানো প্রয়োজন।

শব্দবাণ-৮০

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পাঁপড় ২. তরল দ্রব্যের ওজনের পরিমাণবিশেষ ৫. সাম্য ৮. ডিঙিয়ে যাওয়া, অতিক্রম ৯. পুরীর সমুদ্রস্নানে সাহায্যকারী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.সীমা, প্রান্ত ৩. তারা ৪. আদি কবি কবিত্বলাভ যে নদীর তীরে ৬. আদায় ৭.পলাতক আসামিকে গ্রেফতারের জন্য ছবিসহ বিজ্ঞাপন।

সমাধান: শব্দবাণ-৭৯

পাশাপাশি: ১. বংশধর ৪. সিন্ধু ৫. দশাহ ৭. তান্ত্রিক ৯. খাদ ১১. মহাকোশল।

উপর-নীচ: ১.বরবাদ ২. শর ৩. রসিকতা ৬. হরদম ৮. কণ্ঠেকাল ১০. খেকো।

জন্মদিন

আজকের দিন

ভৈরো সিং শেখাওয়াত

১৯৭৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অনুরাগ ঠাকুরের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কৌশিকী চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋদ্ধিমান সাহার জন্মদিন।

জীবনরেখা

অশোক সেনগুপ্ত

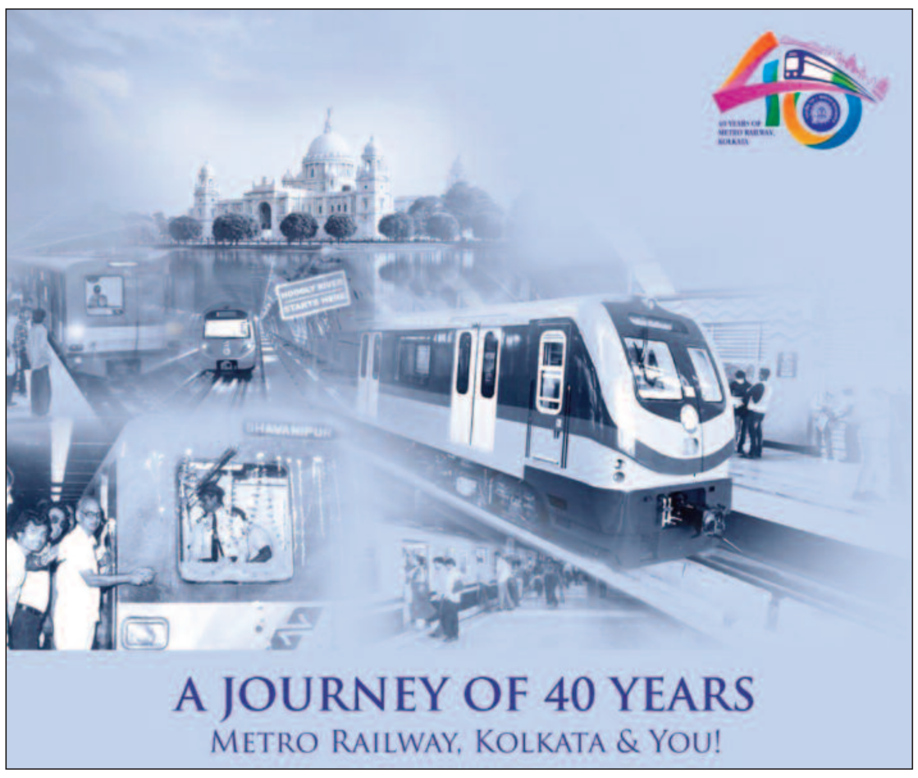

১৯৮৪ সালে ভারতে প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়। তার পর ভারতের আরও অন্য কিছু শহরের মত এখানেও মেট্রো হয়ে উঠেছে জীবনরেখা। '২৪-এর ২৪ অক্টোবর কলকাতা মেট্রোর ৪০ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তার জন্য সাজ সাজ রব।

অনেকের জানা নেই, এ শহরে এই মেট্রোর ভাবনাটা শুরু হয়েছিল শতাধিক বছর আগে। কে বা কারা ছকেছিলেন সেই ভাবনা? কেন তখন হলোনা? তার পর কারা, কীভাবে করলেন? অনেকটাই দেরিতে হলেও প্রকল্পটা হল। দেশের প্রথম মেট্রো। তার পর কোন, কোন শহর পেয়েছে মেট্রো?

১৯১৯ সালে সেপ্টেম্বরে কলকাতার একটি মেট্রোপথের (টাউব রেল) জন্য সিমলাতে ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অধিবেশনে স্যার ডব্লু ই ক্রাম একটি কমিটি তৈরি করেন। পূর্ব কলকাতার বাগমারি থেকে লাইনটি হুগলি নদীর নিচে একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে হাওড়ার সালকিয়ায় বেনারস রোড পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল। নির্মাণ ব্যয় ধার্য হয় হ৩৫,২৬,১৫৪ বা প্রায় ৩৬.৪ কোটি টাকা (২০২৩-এর বিনিময় হারের ভিত্তিতে পরিমাণটি ৭০ বিলিয়ন টাকা বা ৮৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রস্তাবিত সময়সীমা ছিল ১৯২৫-২৬ সাল। প্রস্তাবিত লাইনটি ১০.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ (বর্তমান পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের চেয়ে প্রায় ৪ কিমি কম)। মাথাপিছু টিকিটের দাম ভাবা হয় ৩ আনা। তিনি তখন উত্তর-দক্ষিণ লাইনের কথাও উল্লেখ করেন।

এর পর ১৯২১ সালে*হার্লি হিউ ডালরিম্পল হে (Harley Dalrymple-Hay) কলকাতার জন্য 'ইস্ট-ওয়েস্ট টিউব রেলপথ'-এর প্রস্তাব করেন। প্রাথমিক কিছু সমীক্ষা হয়। কিন্তু ১৯২৩ সালে অর্থাভাবে করা যায়নি। ১৯২২ সালে রব জে কুক অ্যান্ড হ্যামন্ড প্রকাশিত তাঁর বই 'ক্যালকাটা টিউব রেলওয়ে'-তে সমস্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

ভারতের স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী* ডা. বিধানচন্দ্র রায় কলকাতার ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে শহরে একটি ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরির কথা বিবেচনা করেন। এই মর্মে একটি ফরাসি বিশেষজ্ঞ দলকে দিয়ে সমীক্ষা চালানো হলেও, কোনও সুসংহত সমাধানসূত্র পাওয়া যায়নি।দিল্লি ও অন্যান্য শহরগুলিতে শহরের উপরি ক্ষেত্রফলের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্ভর হলেও কলকাতার ক্ষেত্রে তা অনেক কম। ফলে সমস্যার দ্রুত সমাধানের পরিকল্পনা করা শুরু হয়

এরপর ১৯৬৯ সালে কলকাতার ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ে) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। কলকাতার ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া বিকল্প পথ নেই বলে জানানো হয় এর রিপোর্টে। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যানে কলকাতার জন্য মোট ৯৭.৫ কিমি দৈর্ঘ্যের পাঁচটি মেট্রো লাইনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই পাঁচটির মধ্যে তিনটিকে বেছে নেওয়া হয় এগুলি হলো দমদম থেকে টালিগঞ্জ (লাইন ১, বর্তমানে এটি দক্ষিণেশ্বর থেকে নিউ গড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত), বিধাননগর থেকে রামরাজাতলা (লাইন ২, বর্তমানে হাওড়া ময়দান শৈলেন মান্না স্টেডিয়াম অবধি বাস্তবায়নের চেষ্টা রয়েছে), দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরপুকুর (এটি বর্তমান দক্ষিণেশ্বর - সেণ্ট্রাল অবধি বিস্তৃত লাইন ১ ও সেণ্ট্রাল থেকে জোকা বিস্তৃত লাইন ৩ এর অন্তর্হিত এবং নির্মাণাধীন)।

এই তিনটি পথের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যস্ততম উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত ১৬.৪৫ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দমদম-টালিগঞ্জ লাইনটির উপর। ১৯৭২ সালের ১ জুন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। আনুমানিক ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রস্তাবিত লাইনটির কাজ পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ করে দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়।

প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও ১৯৭৭-৭৮ সালে অর্থের জোগান বন্ধ থাকা, ভূগর্ভস্থ পরিষেবাগুলির স্থানান্তরণ, আদালতের নানা স্থগিতাদেশ, কাঁচামালের অনিয়মিত সরবরাহ ইত্যাদি কারণে প্রকল্প রূপায়ণে দেরি হতে থাকে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তারা জনবহুল অঞ্চলের নীচে, নিকাশি নালার জল সরবরাহ লাইন, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের তার, ট্রামলাইন সরানোর অনেকটা কাজ করে। কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে মেট্রোর কাজ এগিয়ে যেতে থাকে।

অবশেষে তদানীন্তন রেলমন্ত্রী আবু বারকাত আতাউর গণি খান চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগ, কর্মদক্ষতা, ও কূটনৈতিক দূরদৃষ্টির ফলে প্রকল্পের কাজে দ্রুততা আসে। ওই বছরই রাজস্ব থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মেট্রো বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় এবং নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং তাঁর সরকার এই বিল পাশ করান।

১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ান্ধী এসপ্ল্যানেড-ভবানীপুর (নেতাজি ভবন) ৩.৪০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রুটে ভারতের প্রথম তথা এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো পরিষেবা কলকাতা মেট্রোর উদ্বোধন করেন।সেটাই চিহ্নিত হয়ে আছে কলকাতা মেট্রোর জন্মদিন হিসাবে। কলকাতার প্রথম মেট্রো চালানোর দায়িত্বে ছিলেন তপন কুমার নাথ এবং সঞ্জয় শীল।

পরপর ওই বছরই ১২ নভেম্বর চালু হয় দমদম-বেলগাছিয়া ২.১৫ কিমি দৈর্ঘ্যের রুটটিও। উল্লেখ্য, এটিই কলকাতা মেট্রোর দীর্ঘতম স্টেশন দূরত্ব। ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল টালিগঞ্জ অবধি ৪.২৪ কিমি দীর্ঘ মেট্রো সম্পসারিত হলে এসপ্ল্যানেড থেকে টালিগঞ্জ অবধি ১১টি স্টেশন নিয়ে ৯.৭৯ কিমি পথের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

১৯৯২-এর ২২ নভেম্বর দমদম-বেলগাছিয়া অংশটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারণ এই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র অংশটি খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি। টালিগঞ্জ অবধি সম্প্রসারণের দীর্ঘ আট বছর পরে ১৩ আগস্ট, ১৯৯৪ তারিখে দমদম-বেলগাছিয়া শাখাটিকে ১.৬২ কিমি সম্প্রসারিত করে শ্যামবাজার অবধি নিয়ে আসা হয়। সেই বছরের ২ অক্টোবর চালু হয় এসপ্ল্যানেড-চাঁদনি চক শাখা। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ০.৭১ কিমি। শ্যামবাজার-শোভাবাজার-গিরিশ পার্ক (১.৯৩ কিমি) ও চাঁদনি চক-সেন্ট্রাল (০.৬০ কিমি) শাখাদুটি চালু হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে। গিরিশ পার্ক থেকে সেন্ট্রালের মধ্যবর্তী ১.৮০ কিমি পথ সম্পূর্ণ হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে।

২০০৯ সালে টালিগঞ্জ (বর্তমানে মহানায়ক উত্তমকুমার মেট্রো স্টেশন) স্টেশন থেকে গড়িয়া বাজার মেট্রো স্টেশন (বর্তমানে কবি নজরুল স্টেশন) পর্যন্ত সম্প্রসারিত নতুন মেট্রোপথের সূচনা করা হয়। ২০১৩ সালে দমদম থেকে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত নতুন মেট্রোপথের সূচনা করা হয়।

সব মিলিয়ে কলকাতা মেট্রো কলকাতা ও তার লাগোয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও হাওড়া জেলার অংশবিশেষে পরিষেবা প্রদানকারী দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের তথ্য অনুসারে, কলকাতা মেট্রোর চারটি সক্রিয় রেলপথ রয়েছে, যেগুলি হল*দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ*পর্যন্ত ৩২.৩৩ কিমি (২০.০৯ মা) দীর্ঘ নীল লাইন, সল্ট লেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ৯.১ কিমি (৫.৭মা) এবং এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ৩ কিমির (১.৮৬৪ মা) দুটি পৃথকভাবে পরিচালন শাখার সবুজ লাইন, জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত ৬.৫ কিমি (৪.০মা) দীর্ঘ বেগুনি লাইন, কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ৪.৮ কিমি (৩.০ মা) দীর্ঘ অরেঞ্জ লাইন।

এই ব্যবস্থায় ৫৯.৩৮ কিমি (৩৬.৯০ মা) পথে ব্রডগেজ (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) এবং আদর্শ গেজ উভয় বিস্তারযুক্ত ৫০ টি মেট্রো স্টেশন। এর মধ্যে ১৭ টি ভূগর্ভস্থ। এছাড়া আরও তিনটি লাইন বিভিন্ন পর্যায়ে নির্মীয়মান হয়ে রয়েছে। স্থানীয় সময় ৫৪৫ থেকে ২১৫৫ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। ভাড়া ৫ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

১৯৮৪ সালে কলকাতায় চালু হয় ভারতের প্রথম মেট্রো। সে বছর দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও আরবান আর্টস কমিশন দিল্লি শহরের জন্য প্রথম মেট্রোর পরিকল্পনা করে। ১৯৯৫ সালে*ভারত সরকার ও দিল্লি সরকার যৌথ উদ্যোগে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি) স্থাপন করে। ১৯৯৮ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়। ভারতের দ্বিতীয় মেট্রো দিল্লি মেট্রোর প্রথম পর্যায় চালু হয় ২০০২-এর ২৪ ডিসেম্বর। নেটওয়ার্কের পাঁচটি লাইনের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৩২৭.০০ কিমি (২০৩ মাইল)। স্টেশনের সংখ্যা ২৩৬টি; এর মধ্যে ৬৮টি ভূগর্ভস্থ। এই মেট্রোয়ব্রড গেজ ও ট্যান্ডার্ড গেজ, দুরকম রোলিং স্টকই ব্যবহৃত হয়। দৈনিক যাত্রীসংখ্যা২.৭৬ মিলিয়ন।

ভারতে তৃতীয় মেট্রোর উদ্বোধন হয় ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর, বেঙ্গালুরুতে। প্রথম পর্যায়ে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪২.৩ কিমি (২৬.৩*মা)। এর পর বিস্তৃত হয়ে হয় ৭৩.৭৫ কিমি। ২০২৩-এর অক্টোবরে মোট স্টেশনের সংখ্যা ৬৫। সবচেয়ে বেশি যাত্রী হয়েছে ২০২৪-এর ১৪ আগস্ট; ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬৫।

দিল্লি মেট্রোর*সঙ্গে যুক্ত গুরুগ্রাম (গুড়গাঁও) মেট্রো চালু হয় ২০১৩-এর ১৪ নভেম্বর। এটি ভারতে চতুর্থ মেট্রো। এর মোট দৈর্ঘ্য ১১.৭ কিমি (৭.৩ মা) এবং স্টেশন সংখ্যা ১১টি। দৈর্ঘ্য ও স্টেশনের সংখ্যায় এই মেট্রো হল ভারতের ক্ষুদ্রতম মেট্রো ব্যবস্থা।

ভারতে পঞ্চম শহর হিসাবে মুম্বাইয়ে মেট্রো চালু হয় ২০১৪-র ৮ জুন। ১৫ বছরের সময়কাল নিয়ে তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে, ২০২৫ সালে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। ২০২৩-এর জানুয়ারির হিসেব অনুযায়ী এটি ৩টি লাইন ও ৪৬.৪ কিমি (২৮.৮ মা) চালু লাইন সহ ভারতের ৬ষ্ঠ বৃহত্তম মেট্রো পরিষেবা। এটি শেষ হলে আটটি উচ্চ-ক্ষমতার মেট্রো রেলপথ নিয়ে মূল ব্যবস্থা বিস্তৃত হবে ৩৫৬.৯৭২ কিমি (২২১.৮১২ মাইল) অংশে। এর ২৪ ভূগর্ভস্থ) এবং স্টেশনসংখ্যা হবে ২৮৬।

ভারতে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, গুরুগ্রাম ও মুম্বাইয়ের* পর ষষ্ঠ শহর জয়পুরে মেট্রো চালু হয় ২০১৫-র ৩ জুন। এটি ৯.৬৩ কিমি (৫.৯৮ মা) পথে চলে। মোট স্টেশন ৯ টি।

তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে মেট্রো চালু হয় ২০১৫ সালের ২৯ জুন। এটি ভারতের সপ্তম শহর এবং দক্ষিণ ভারতের দ্বিতীয় মেট্রো রেল পরিষেবা। এর দৈর্ঘ্য ৪৫.১ কিমি দীর্ঘ মেট্রো পথটিতে ৩২ টি স্টেশন রয়েছে।

মেট্রো তালিকায় আসা ভারতের অষ্টম শহর হলো তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৭-র ২৮ নভেম্বর

মিয়াপুর থেকে নাগোলে পর্যন্ত দীর্ঘ রেলপথে মোট ২৪ টি স্টেশনের উদ্বোধন করেন। এক দফায় এত দীর্ঘ পথের সূচনা ওই প্রথম। এটি নির্মানের জন্য ১৮,৮০০ কোটি টাকা (মার্কিন ২.৭ বিলিয়ন) ব্যয় করা হয়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির হিসাবে প্রায় ৪,৯০,০০০ জন যাত্রী প্রতিদিন হায়দরাবাদ মেট্রো ব্যবহার করে। ২০১৮-র ৭ মে থেকে হায়দরাবাদ মেট্রোর সমস্ত ট্রেনে একটি কোচ শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

মেট্রো চালুর তালিকায় আসা ভারতের নবম শহর হলো কেরালার বৃহত্তম শহর কোচি। প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৩-র জুনে। ২০১৬ সালে এই কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কাজ পেছোয়। ২০১৭-র ১৭ জুন কোচি মেট্রোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৯ জুন থেকে জনসাধারনের জন্য চালু হয়। প্রথম ধাপে কোচি মেট্রো অলুভা থেকে পেট্টাহ পর্যন্ত ১৩.৪ কিমি তৈরি করা হয়। আপাতত মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৮.৪ কিমি (১১.৪ মা) ও মোট স্টেশন সংখ্যা ১৬ টি। এই মেট্রো ব্যবস্থাটি পিপিপি মডেলে গড়ে তোলা হচ্ছে।

গঙ্গার নিচে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গঙ্গার নীচ দিয়ে কলকাতা মেট্রোয় যাত্রী।

যখন গঙ্গার নীচে কলকাতা মেট্রো।

টানেল বোরিং মেশিন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সুড়ঙ্গ।

আনন্দকথা

(২) আনন্দবদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম। (পান কর আর দান কর)।
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয়, কর নামগান।
(বিষয়-মরীচিকায় পড়ে হে) (প্রেমে হৃদয়, সরস হবে হে)
(দেখ যেন ভুল না রে সেই মহামন্ত্র)।
(বিপদকালে ডেক তাঁরে দয়াল পিতা বলে)।
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন। (জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে)
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম। (প্রেমযোগে যোগী হয়ে হে)।

খোল করতাল লইয়া কীর্তন হইতেছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেছেন। কখন গাহিতেছেন, "প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।" আবার কখন গাহিতেছেন, "সত্যং শিব সুন্দররূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।"
অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে গাহিতেছেন, "আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।"

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডানা মোকাবিলায় প্রস্তুত উপকূল, জারি হলুদ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাকদ্বীপ: ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে বুধবার সকাল থেকেই ঘনমেঘে ঢেকেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও সুন্দরবনের উপকূলের আকাশ। ইতিমধ্যেই জেলাজুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি। বিকেলে আড়াইটের পর থেকে সুন্দরবনের সব জায়গাতেই ফেরি চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী দু' দিন পুরোপুরি বন্ধ থাকবে এই ভেসেল পরিষেবা। এছাড়া জেলার সমস্ত পরিষেবা আগামী দু'দিন পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ কলেজগুলিও বন্ধ রাখার ঘোষণা হয়েছে। জেলায় মোট তিনটি এনডিআরএফের অতিরিক্ত বাহিনী এসেছে। বিভিন্ন উপকূলে মোতায়েন থাকবে এই বাহিনী। জেলা, মহকুমা ও ব্লকস্তরে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা এই কন্ট্রোলরুমে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত আছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার মানুষকে সরিয়ে ত্রাণশিবির আশ্রয় কেন্দ্রের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় সব ধরনের ব্যবস্থাপনা নিয়ে রাখা হয়েছে।' বিভিন্ন উপকূলে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এই ক্যামেরার ফিড পৌঁছে যাবে সরাসরি কন্ট্রোলরুমে। টানা ৩ দিন জেলার উপকূলের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, গঙ্গাসাগরে আসা সমস্ত পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কাকদ্বীপের লট নম্বর আট থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত ভেসেল চলাচল বন্ধ থাকায় বহু তীর্থযাত্রী আটকে ছিলেন কাকদ্বীপে। কপিল মুনির দর্শন না করেই এক প্রকার ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। ভেসেল বন্ধ হওয়ায় আটকে পড়েন সাগরের বেশ কিছু বাসিন্দাও। কাকদ্বীপের এসডিপিও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হারউডপয়েন্ট উপকূল থানার ওসি বাপি রায়ের উদ্যোগে সেইসব যাত্রীদের বাড়ি ফেরাতে স্পেশাল ভেসেলের বন্দোবস্ত করেন। পাশাপাশি দুর্যোগে আটকে পড়া ২৫ জন মৎস্যজীবী শ্রমিককে উদ্ধার করল সুন্দরবন পুলিশ জেলা। দানার প্রভাব পড়ার আগেই সাগরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ৬০ জন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আনা হয় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে।

প্রকাশ্যে ঝাড়খণ্ডের যুবক অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির অভিযোগে ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: চলতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখ সকাল দশটা নাগাদ আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের (সিপি) অফিসের ঢিলছোড়া দূরত্বে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ব্যবসায়ী নকুল মণ্ডল নামে এক যুবককে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। রবিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটে আসানসোল দক্ষিণ থানার কুমারপুরে সিপি অফিসের অদূরে। ব্যবসায়ী নকুল মণ্ডলকে ছাড়ার জন্য অপহরণকারীরা তাঁর মা ঊষাদেবীর কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু ঊষাদেবীর সঙ্গে মুক্তিপণ নিয়ে রফা না হওয়ায় তিনি আসানসোল দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনা তদন্ত নামে পুলিশ। তাদের ডেরায় পৌঁছে যাবে, এই আশঙ্কায় পরের দিন সোমবার ভোররাতে কুলটি ও সালানপুর থানার সংলগ্ন ১৯ নং জাতীয় সড়কে ওই ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা। পরে তাকে পুলিশ উদ্ধার করে।

ওই ব্যবসায়ী ও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সহ বিভিন্ন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে মঙ্গলবার রাতে বাংলা ঝাড়খণ্ড আন্তঃরাজ্য কিডন্যাপিং গ্যাংয়ের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। বুধবার দুপুরে আসানসোল দক্ষিণ থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা ঘটনাটি নিয়ে তথ্য দেন ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস। তিনি বলেন, ধৃত ৫ জনের নাম হল মহঃ পারভেজ, মহঃ সিরাজ, মেহেতাব আলম, সৌরভ কুমার ও মহঃ মেহতাব আলম। ৫ জনের মধ্যে তিনজন আসানসোল উত্তর থানা, একজন আসানসোল দক্ষিণ থানা ও একজন কুলটি থানার নিয়ামতপুর এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় ব্যবহার হওয়া একটি চারচাকা গাড়ি ও দু'টি মোটরবাইক পুলিশ আটক করেছে। উল্লেখ্য, অপহরণ করার পর আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত কোন একটি এলাকায় অপহরণ করা ব্যক্তি সহ অপহরণকারীরা গা ঢাকা দিয়েছিল।

ডিসিপি (সেন্ট্রাল) এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, 'এই অপহরণের চক্রান্ত ঝাড়খণ্ডে করা হয়েছিল বলে আমরা এখনও পর্যন্ত ধৃতদেরকে জেরা করে জানতে পেরেছি। তাই পুলিশ মনে হচ্ছে, এর পেছনে ঝাড়খণ্ডের কোনও অপহরণ চক্র রয়েছে।' তাদের খোঁজে মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের একাধিক জায়গায় পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি।

অপহৃত ব্যক্তি পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোলের জিটি রোডের কুমারপুরে পুলিশ কমিশনারের অফিসের অদূরে সারদাপল্লিতে এসেছিলেন ডাক্তার দেখাতে ঝাড়খণ্ডের দেওঘর জেলার আসনবনি থানার চিত্রা এলাকার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী নকুল মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক আত্মীয় ও এক বন্ধু। সেখান থেকেই রবিবার সকাল দশটা নাগাদ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা।

প্রশাসনিক তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ডানা নামক ঘূর্ণিঝড় আসার আগেই বুধবার থেকে প্রশাসনিক তৎপরতা দেখা গিয়েছে হাওড়ার দুই পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়ায় গড়চুমুকে। এদিন সকাল থেকেই শ্যামপুর এক নম্বর ব্লক এলাকার এই পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে মাইকিং করা হয়েছে। রূপনারায়ণ এবং ভাগীরথী নদের তীরবর্তী এলাকার মানুষজনকে নিরাপদ আশ্রয় সরে যাওয়ার জন্য জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মোতায়েন করা হয়েছে এনডিআরএফকেও। এদিন শ্যামপুর এক ব্লকের বিডিও তন্ময় কার্যি জানান, ইতিমধ্যেই নদী তীরবর্তী এলাকাগুলি ঘুরে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্যামপুর এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্না জানান, সবরকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জনপ্রতিনিধিদেরও।

দানা বাঁধছে ডানা

সময়ের আগেই মাঠের সোনালি ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দানা বাঁধছে ডানা, আতঙ্কিত ধান চাষিরা, সময়ের আগেই মাঠের সোনালি ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকরা, অত্যন্ত সতর্ক প্রশাসন।

'প্রকৃতির খেয়াল আর ভাঙা দেওয়াল দু'টি সম বিপদজনক' কোনটা কখন আছড়ে পড়বে তা কেউ জানে না। একই ভাবে এই প্রকৃতির রোষ যেন বারবার আছড়ে পড়ছে বাংলার ওপর। প্রকৃতির রোষ থেকে বাদ যাচ্ছেন সোনামুখী ব্লকের কৃষকরাও। জমিতে ফসল লাগানোর পরেই বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে শস্য, এরপর কিছুদিন আগেই বন্যায় প্লাবিত হয়েছে এলাকার কৃষি জমি, এবার আবার ডানার আতঙ্ক। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ডানা ঘূর্ণিঝড় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে। ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে বাঁকুড়া জেলাজুড়েও। তাই আতঙ্কিত হয়ে সময়ের আগেই সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ধান চাষিরা তাঁদের সোনালি ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত। কৃষকরা জানাচ্ছেন, আরও কিছুদিন সময় পেলে হয়তো ধানের ফলন আরও ভালো হত। কিন্তু ডানা ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে সময়ের আগেই ধান ঘরে তুলতে হচ্ছে। কেননা সময় মতো ধান ঘরে তুলতে না পারলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠে ধাকা ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মোবাইল উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে চুরি যাওয়া নামীদামি কোম্পানির ট্যাব সহ ৬১টি মোবাইল উদ্ধার করল পুরুলিয়ার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই।

ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের জাদুগড়া থানার রাকামাইন এলাকার একটি মোবাইল দোকানে একটি ট্যাব সহ নামি দামি কোম্পানির ৬১টি মোবাইল সহ চুরি করে সীমানা পেরিয়ে পুরুলিয়ায় ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছিল দুই চোর। ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে চুরির ইনফরমেশন পেয়ে কোমর বেঁধে নামে বলরামপুর থানার পুলিশ। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান। মোবাইল চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে মঙ্গলবার পুরুলিয়া শহরের ডাকবাংলো মোড় থেকে ঘনশ্যাম সিং এবং সাগর সিং কে গ্রেফতার করা হয়। দুজনের বাড়ি বলরামপুর থানার চুটকিডি গ্রামে। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া একটি ট্যাব সহ ৬১টি মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। ধৃত দু'জনকে বুধবার পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তালডাংরার উপনির্বাচনে মনোনয়ন বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দলীয় নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তী। বুধবার দুপুরে খাতড়া মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। এদিন বিজেপি প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তীর সঙ্গে ছিলেন দলের নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. সুভাষ সরকার, দলের জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল প্রমুখ।

এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে বিজেপি প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তী নিজেকে তালডাংরার 'ভূমিকন্যা' দাবি করে বলেন, 'আমার বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, সবাই আমার প্রতিপক্ষ, আলাদা ভাবে কাউকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। এবারের প্রচারে নারী নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে।' তবে ভোট শেষে তিনিই জিতবেন বলে দাবি করেন।

মনোনয়নপত্র জমা সিপিএম প্রার্থীরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তি। পেশায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, আদ্যোপান্ত রাজনীতিবিদ দেবকান্তি মহান্তি বুধবার খাতড়া মহকুমাশাসকের দপ্তরে গিয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে সিপিএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই জিতব- এই আশা রাখি। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ চাইছেন রাজ্যের সরকারকে উৎখাত করতে। এবারের এই উপনির্বাচনে তার প্রথম পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হবে। বিজেপির কর্মকাণ্ডেও মানুষ বীতশ্রদ্ধ। ফলে বিজেপি-তৃণমূলের চেয়ে আমরা অনেক বেশি এগিয়ে।' অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'সম্প্রদায় বড় কথা নয়, আমরা নীতির প্রশ্নে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছি।' মানুষ বামপন্থার পক্ষেই ভোট দেবেন বলে তিনি জানান।

আসানসোলের একটি স্বর্ণ বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধনে সোনাক্ষী সিনহা।

রেল ইয়ার্ডে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু খনি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় অণ্ডাল রেল স্টেশনের রেল ইয়ার্ডে খনি সংস্থা ইসিএলের কয়লা বোঝাই মালগাড়ির রেকের ওপর চেপে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কাজোরা এরিয়ার খাসকাজোড়া কোলিয়ারির কর্মী কৃত্তিবাস ভুঁইয়ার (৫২)।

সংস্থা সূত্রে জানা যায়, খাস কাজোড়া কোলিয়ারি থেকে কয়লা সরবরাহের জন্য মালগাড়িতে কয়লা লোড করা হয়েছিল। কয়েকটি রেকে ওভারলোড থাকার কারণে বাড়তি কয়লা নামানোর জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কৃত্তিবাস সহ কোলিয়ারির আরও দু'জন কর্মী অণ্ডাল রেল ইয়ার্ডে যান। রেকের ওপর চাপা মাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃত্তিবাস ভুঁইয়া নীচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানান সহকর্মীরা। তাঁরা বলেন, ইয়ার্ডে কয়লা বোঝাই মালগাড়ির রেকের ওপর চাপার প্রয়োজন হলে রেল লাইনের ওপর থাকা বিদ্যুতের তারের বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। এদিন তা কাটা ছিল না। সেই কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। যদিও বিষয়টির দায় নিতে অস্বীকার করে রেল কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট খাস কাজোড়া কোলিয়ারির এজেন্ট এমকে মিশ্রা বুধবার বলেন, মালগাড়িতে ওভারলোড থাকলে রেলের তরফ থেকে তাদের জানানো হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে কোলিয়ারির কর্মীদের পাঠানো হয় অতিরিক্ত কয়লা নামিয়ে নেওয়ার জন্য। কাজের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখার দায়িত্ব রেলের। তাই এই দুর্ঘটনার দায় রেল কর্তৃপক্ষের বলে জানান তিনি।

এসটিএফের জালে মাদক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মাদকদ্রব্য পাচার করতে গিয়ে এসটিএফের জালে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম অজিত কুমার দাস। বুদবুদের বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে মঙ্গলবার বিকেলে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ের কাছে ঘোরাফেরা করার সময় সূত্র মারফত খবর পেয়ে এসটিএফের একটি দল আটকে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ১১২০ গ্রাম মাদক (মরফিন) উদ্ধার করে। এর পরেই তাকে কাঁকসা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতের কাছ থেকে দু'টি ট্রেনের টিকিট ও একটি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। এসটিএফের জেরায় ধৃত ব্যক্তি মাদক দ্রব্য পাচারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তার সন্ধান চালাচ্ছে এসটিএফ ও কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

হুগলিতে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে মাইকে প্রচার, লিফলেট বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দানা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দুর্যোগ হবে হুগলিতেও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর কৃষকদের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে ধানের ৮০ শতাংশ দানা পেকে গেলে ফসল দ্রুত কেটে নিতে। কাটা ধান জমিতে ফেলে না রেখে দ্রুত খামারে তুলে নেওয়ার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে কৃষকদের।

পেঁপে, কলা, বিভিন্ন সবজি, পানের বোরজ এবং ডাল শস্যের জমিগুলিতে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার উন্নতি-না হওয়া পর্যন্ত কোনও রাসায়নিক বা কীটনাশক প্রয়োগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। হুগলি জেলার কৃষি দপ্তর থেকে মাইক প্রচার করে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের উদ্দেশ্যে এই প্রচার করা হচ্ছে এবং লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। খারিফ মরসুমে এক লক্ষ সাতাশি হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে হুগলি জেলায়। অনেক জমির ধানে পাক ধরলেও এখনো ধান কেটে গোলায় তোলার মতো সময় হয়নি বহু জমির ধান। তাই চিন্তায় কৃষক। অন্যদিকে গঙ্গা তীরবর্তী বাসিন্দাদের ঝড়ের আগে অন্যত্র সরে যাওয়ার জন্য মাইক নিয়ে প্রচার করে পুলিশ ও পুরসভা।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সাত সকালেই পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মৌতড় বাসস্ট্যান্ডে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আনুমানিক বছর ৫০ এর এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সকালে দেহটি স্থানীয়রা ও এক ভিলেজ পুলিশ দেখতে পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে খবর জানালে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ওই ব্যক্তির মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ও এদিনই দেহটির ময়নাতদন্ত করানোর জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে।

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF GALLIUM DEALER PVT. LTD.

1.	Name of Corporate Person	**GALLIUM DEALER PVT. LTD.**
2.	Date of Incorporation of Corporate Person	20th January, 1995
3.	Authority Under Which Corporate Person is Incorporated/registered	Registrar Of Companies, West Bengal
4.	Corporate Identity Number/Limited Liability Identity Number of Corporate Person	U51909WB1995PTC067670
5.	Address of The Registered Office and Principal Office (if Any) of Corporate Person	15/B, Clive Row, Kolkata- 700001, West Bengal
6.	Liquidation Commencement Date of Corporate Person	23rd October, 2024
7.	Name, Address, Email Address, Telephone Number and the Registration Number of the Liquidator	Sudipta Ghosh 8, N. N. Mukherjee, 3rd Lane, Uttarpara, Hooghly-712258, **sudipta_ghosh08@yahoo.com** Ph.: +91-9230823033, 7003384289 IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872
8.	Last Date for Submission of Claims	22nd November, 2024

Notice is hereby given that the Gallium Dealer Pvt. Ltd. has commenced voluntary liquidation on 23rd October, 2024.
The stakeholders of Gallium Dealer Pvt. Ltd. are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 22nd November, 2024, to the liquidator at the address mentioned against item 7.
The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sudipta Ghosh,
Liquidator
Gallium Dealer Pvt. Ltd.
IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872

Date : 24.10.2024
Place : Kolkata

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিএআইএস ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ১২৬/বি, ডায়মন্ড হারবার রোড, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬০
....দরখাস্তকারী
এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১২৬/বি, ডায়মন্ড হারবার রোড, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৬০
সিএআইএস ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শালিনি মিশ্র
ডিরেক্টর
ডিন-০৮৭৪৮৪৮৪
তারিখ : ২৪.১০.২০২৪
স্থান : **কলকাতা**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা
মনমোহিনি রোড, গ্রাম এবং পোস্ট - নোয়াপাড়া, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২৫৫
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.০৭.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা - শ্রী অশোক তরফদার,** পিতা নিতাই তরফদার ঠিকানা - গ্রাম নতুনপাড়া বিদ্যানন্দপুর, পো - নোয়াপাড়া, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫ **জামিনদাতা - শ্রী প্রদ্যুত বিশ্বাস,** পিতা শ্রী অজিত বিশ্বাস ঠিকানা - গ্রাম - সাহেনডাঙ্গা, পো - নোয়াপাড়া, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫ এবং **জামিনদাতা - শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস,** পিতা শ্রী গদাই বিশ্বাস ঠিকানা গ্রাম - ঝাউলমহল, পো. তারাপুর, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫ **নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২১,৫৮,১৪৬.২৮ টাকা** (একুশ লাখ আটান্ন হাজার একশ ছেচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নদিয়া নোয়াপাড়া শাখার** নিকট বকেয়া **২১,৫৮,১৪৬.২৮ টাকা** (একুশ লাখ আটান্ন হাজার একশ ছেচল্লিশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, মৌজা : সুন্দরপুর চক, জেএল নং ১৮৭, খতিয়ান নং এলআর : ৫০১ (২), হাল এলআর খতিয়ান নং ২৩৯৬, এলআর এবং আরএস দাগ নং ৬৯২/২৪৫৬, জমির এরিয়া : ৬ ডেসিমেল,জমির প্রকৃতি : বাড়ি, নওপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নতুনপাড়া বাস স্টপ এর নিকট, পো : নওপাড়া, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৫৫, উল্লেখ্য স্বত্ব/দান দলিল নং ১/২৩৫১ তারিখ ১৯.০৪.২০১৭, এডিএসআরও-রানাঘাট-১, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী অশোক তরফদার। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : খেলার মাঠ, পূর্বে : দুলাল তালুকদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বনমালি চৌধুরী এর সম্পত্তি।
তারিখ :২২.১০.২০২৪
স্থান : নদিয়া নোয়াপাড়া
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স গোল্ডেন কাস্টিংস অ্যান্ড ইস্পাত লিমিটেড, (CIN : U27109WB2004PLC098075) রেজিস্টার্ড অফিস : ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৩য় তল, রুম নং ২১২, ৪১এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
(দরখাস্তকারী)
এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত অবস্থান/পরিবর্তন কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
দরখাস্তকারীর পক্ষে
গোল্ডেন কাস্টিংস অ্যান্ড ইস্পাত লিমিটেড
আনন্দ কুমার সারোগি
ডিন-০১৫৬৫৫৬৩
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা
ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৩য় তল, রুম নং ২১২, ৪১এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ২৪.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
(রিজিওনাল ডিরেক্টর)
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিএসপি ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ইউনিট - ৩, ২য় তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্দ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) রিজিওনাল ডিরেক্টরের ঠিকানা, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
ইউনিট - ৩, ২য় তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২
দরখাস্তকারীর পক্ষে
সিএসপি ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রা লি
স্বা/-
দীনেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৩১৬৫৮৭৭
তারিখ : ২৪.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী প্রবীন সরাফ-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	**শ্রী প্রবীন সরাফ পিতা শ্রী বিশ্বনাথ সরাফ**
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার রেজিস্টার্ড অফিস/মূল অফিস/ঠিকানা	জিসি-৮৪, সেক্টর - ৩, কলকাতা - ৭০০১০৬
৩.	প্রয়োগ অধিকর্তার নির্দেশের বিস্তারিত	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ সিপি(আইবি)/৩৬৪ (কেবি)২০২১ তারিখ ১৭.১০.২০২৪ কর্তৃক নির্দেশ ঘোষিত
৪.	ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২১.১০.২০২৪ (আরপি কর্তৃক নির্দেশ গৃহীত)
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	দৌলত রেজলিউশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড IBBI/IPE-0156/IPA-1/2023-2024/50062
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	৩৩, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **ইমেল : daulat.resolution@gmail.com**
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	দৌলত রেজলিউশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ১২, পার্ক লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ ইমেল : **ibc.pravinsaraf@gmail.com**
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	**১৩ নভেম্বর ২০২৪**
৯.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম প্রাপ্ত	**ওয়েবলিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে (ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ২, কলকাতা) শ্রী প্রবীন সরাফ-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৪ নির্দেশিত, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোডের ১০০ ধারা অধীনে।
শ্রী প্রবীন সরাফ-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৩.১১.২০২৪ তারিখে ক্রম নং ৭ এ উল্লিখিত ঠিকানায় প্রস্তাব পেশাদারগণের নিকট দাখিল করতে।আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
তৃপ্তি আগরওয়াল, ডিরেক্টর
দৌলত রেজলিউশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি নং IBBI/IPE-0156/IPA-1/2023-2024/50062
তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০২৪
স্থান : কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল -৮(১)]
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২২.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি রুকিয়া খাতুন স্বামী মহ. ইরশাদ ইয়াউব এবং জামিনদাতা শ্রী মুস্তাক আহমেদ,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা) ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ২৩.০৭.২০২৪ থেকে পুঞ্জীভূত পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৩ অক্টোবর ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২২,১১,৫৭৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ এগার হাজার পাঁচশ আটাত্তর টাকা)** ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নির্মিত ফ্ল্যাটের জমির বিবরণ :-
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকারারি মৌরসাসি বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক পরিমাণ আনুমানিক ১৯ ডেসিমেল এবং তদস্থিত জি-৪ তলা ভবন "বনলতা অ্যাপার্টমেন্ট" নামে, ব্লক -এ, এবং ব্লক -বি, আরএস দাগ নং ৪৬৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১২, এলআর দাগ নং ৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৩, হাল খতিয়ান নং ৩৩৪৪, মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, থানা : সাঁকরাইল, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : মৌজা পাঁচপাড়া, দক্ষিণে :এশাক হালদারের জমি, পূর্বে : সাধারণ সড়ক, পশ্চিমে : মৌজা -পাঁচপাড়া।
বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট রুম/ইউনিট নং ২০৫ তিনতলায়, ব্লক -বি চার (জি-৪) তলা ভবনে "বনলতা অ্যাপার্টমেন" নামে পরিচিত, বিক্রয়যোগ্য এরিয়া ১০০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিন তলায় তিন বেড রুম , এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি ইত্যাদি , মৌজা : পোদরা, থানা : সাঁকলাইল, জেলা : হাওড়া,পিন : ৭১১১০৯, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস , হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস রানিহাটি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ২০৪, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** প্রবেশপথ, লিফট, সিঁড়ি এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম রুকিয়া খাতুন উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০১০৩১২১-২০১৭ সালের, ভলুম নং ০৫০১-২০১৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৮৫৪১৯ থেকে ৮৫৪৫৬, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া।
তারিখ - ২৩.১০.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

হাড়োয়ায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে, একাধির অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: প্রার্থী ঘোষণা হতেই হাড়োয়ায় বিজেপি কর্মীরা উধাও। বিজেপির একাধিক পার্টি অফিসে পড়ল তালা। এর ফলে তৃণমূল বাড়তি সুবিধা পেল হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে এমনটি দাবি তৃণমূল ব্লক সভাপতি। ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে। হাড়োয়ার উপ-নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করেছে বিমল দাসকে। বিমল দাস হাড়োয়া মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি ছিলেন। তাকেই প্রার্থী করতেই হাড়োয়া বিধানসভার গোপালপুর, হাড়োয়া ও দেগঙ্গাতে বিজেপির একাধিক কার্যালয়ে তালা মেরে উধাও হয়ে গেলেন বিজেপি কর্মীরা। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সদস্য অঞ্জলি মজুমদার বলেন, হাড়োয়া বিধানসভার একাধিক বিজেপির পার্টি অফিসে তালা পড়েছে। এর কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি যাকে প্রার্থী করেছে তার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। তিনি নিজের বুথ থেকে জয়লাভ করতে পারেন না। সাংগঠনিক দক্ষতা নেই। জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ টাকার বিনিময়ে তাকে প্রার্থী করেছেন। ভোট এলে বিজেপির নেতৃত্বরা টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন। নিজেরা ব্যাংক ব্যালেন্স তৈরি করেন। যারা বুথ স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে রাজনীতি করে তাদের কোনও মতামত না নিয়ে টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করা হয়েছে। তাই দলের অধিকাংশ কার্যকর্তারা তাকে মেনে নিতে পারেনি। বিজেপির পার্টি অফিসে তালা মেরে বাড়িতে বসে আছেন। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে। হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, হাড়োয়ায় বিজেপির কোনও অস্তিত্ব নেই। যাকে প্রার্থী করা হয়েছে তার বাবা সমাজ বিরোধী। একাধিক অপরাধের আসামী। বিজেপি কর্মীরা তাকে মানতে পারেনি। এটা ওদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এর ফলে তৃণমূল বাড়তি সুবিধা পাবে বলে মনে করছেন।

হাড়োয়ার বিজেপি প্রার্থী বিমল দাস জানিয়েছেন, যারা তার বিরুদ্ধে এই ধরনের অপপ্রচার করছে তারা তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে। দল তাদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করছে। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি তাপস ঘোষ জানিয়েছেন, হাড়োয়া বিধানসভার কোথায় কোথায় দলীয় কার্যালয়ে তালা পড়েছে এটা আমার জানা নেই। যে বা যারা অভিযোগ করছেন তাদেরকে আমি চিনি না। আর টাকার বিনিময়ে প্রার্থী করার যেটা অভিযোগ উঠেছে সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে পাঁচ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে বিমল দাসকে প্রার্থী করা হয়েছে। যে সমস্ত অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন ভিত্তিহীন।

ঝাড়গ্রামে সতর্ক জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দানার প্রভাবে দুপুর থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগে মাইকিং করে জেলাবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে। বুধবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। দুপুরের পর বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়েছে হালকা বাতাস। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সময় যত গড়াচ্ছে বৃষ্টির পরিমাণ ততই বাড়ছে। জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের মহাপাল, ভক্তপাট সহ সুবর্ণরেখার তীরবর্তী এলাকাগুলিতে বেলিয়াবেড়া থানার পক্ষ থেকে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্কতা করা হচ্ছে। নদীতে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সাঁকরাইল ব্লকের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকাতেও মাইকিং করে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘূর্ণিঝড় ডানা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিডিও অফিসগুলিতে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জেলাশাসক সুনীল কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পাঁচগ্রাম শাখা
গ্রাম - পাঁচগ্রাম, হাটতলা, পো. পাঁচগ্রাম
থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৪

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৩.১১.২০২৪ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পাঁচগ্রাম শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫৩,৬৩,৯৫২.১৯ টাকা (তিপান্ন লাখ তেষট্টি হাজার নশো বাহান্ন টাকা এবং উনিশ পয়সা)** (বিবি + এমওআই = ৩১,০৫,৩৪৯.১৯ টাকা + ২২,৫৮,৬০৩.০০ টাকা) **২২.১০.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **শ্রী দুর্যোধন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা নিরঞ্জন ঘোষ, গ্রাম - হসপিটালপাড়া পাঁচগ্রাম, পো. এবং থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১৮৪-এর কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা : **শ্রী দুর্যোধন ঘোষ,** পিতা নিরঞ্জন ঘোষ, গ্রাম : হলপিটালপাড়া পাঁচগ্রাম, পো এবং থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প.ব., পিন : ৭৪২১৮৪। **২. জামিনদাতা : শ্রী মিহির কুমার দাস,** পিতা কুমারিশ দাস গ্রাম : পাঁচগ্রাম, পো এবং থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প. ব., পিন : ৭৪২১৮৪। **৩. জামিনদাতা : শ্রীমতি শিবানী দাস** স্বামী মিহির কুমার দাস, গ্রাম : পাঁচগ্রাম, পো এবং থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, প. ব., পিন : ৭৪২১৮৪। খ) পাঁচগ্রাম শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং নির্মাণ , মৌজা : নবগ্রাম, জেএল নং ০৩৬,এলআর খতিয়ান নং ৮০৪,এলআর প্লট নং ৬০৫০, জমির এরিয়া : ৯ ডেসিমেল, হসপিটালপাড়া,পো এবং থানা : নবগ্রাম, নবগ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৮৪,প.ব., শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-১৩৭৬ তারিখ ১২.০৩.২০১৩ ,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর নবগ্রাম। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী দুর্যোধন ঘোষ, পিতা নিরঞ্জন ঘোষ। চৌহদ্দি :** উত্তরে: গৌতম ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : জীতেন্দ্রনাথ দত্ত এর সম্পত্তি, পূর্বে : হসপিটাল রোড, পশ্চিমে : মালিকের অন্য জমি।	**৫৩,৬৩,৯৫২.১৯ টাকা (তিপান্ন লাখ তেষট্টি হাজার নশো বাহান্ন টাকা এবং উনিশ পয়সা)** (বিবি + এমওআই = ৩১,০৫,৩৪৯.১৯ টাকা + ২২,৫৮,৬০৩.০০ টাকা) **২২.১০.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৬,৫১,০০০.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ একান্ন হাজার টাকা) খ) **২,৬৫,১০০.০০ টাকা** (দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30158359308** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৩.১১.২০২৪, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০** -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ২২.১০.২০২৪
স্থান- পাঁচগ্রাম

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ মালদার সংখ্যালঘু সেলের এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে দুটি উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৬ রাউন্ড কার্তুজ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে মোথাবাড়ি থানার পুরাতন পটলডাঙা এলাকায়। বাড়িতে বেআইনি অস্ত্র মজুত করার অভিযোগে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ধৃতের নাম আব্দুস সালাম। তার বাড়ি মোথাবাড়ি থানার পুরাতন পটলডাঙা এলাকায়। সে স্থানীয় তৃণমুলের সংখ্যালঘু সেলের অঞ্চল সভাপতি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ধৃতের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাড়িতে মজুত করেছিল ওই তৃণমূল নেতা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, একজনকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপি দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র তৃণমূল কংগ্রেস মজুত করছে, এই ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা আশঙ্কা করছি জেলা তৃণমূল সভাপতি নভেম্বর থেকে তৃণমূলকে আন্দোলনের নামের কথা বলছে। তার আগে বিরোধীদের ওপর হামলা চালানোর জন্যই এই অস্ত্র মজুত করছে। পাল্টা রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, বিরোধীরা কি বলছে তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কেউ যদি অপরাধ করে সে আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবে।

৪৫০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার খানাকুল থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কালীপুজোর আগে হুগলি জেলার খানাকুল পুলিশের সাফল্য। প্রায় ৪৫০ কেজির মতো নিষিদ্ধ শব্দবাজি পুলিশ উদ্ধার করে। আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার অন্তরগত নতিবপুর থেকে এই

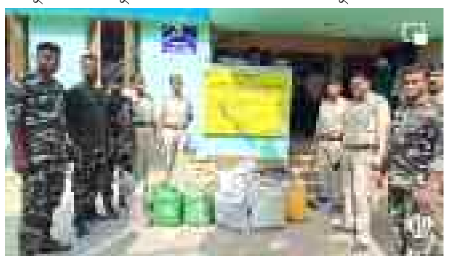

নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিরের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে চারটি থানা। এর মধ্যে খানাকুল থানা ভৌগোলিক ভাবে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থিত। নদীবেষ্টিত জায়গাগুলিতে অন্ধকার জগতের কাজগুলি বেশি হয় বলে অভিযোগ। নতিবপুর, চিংড়া, গণেশপুর প্রভৃতি জায়গাগুলিতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হয় বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ কিন্তু আজকের নয়, বহু বছর ধরে ওই সব জায়গায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হয়ে আসছে বলে অভিযোগ। প্রতি বছরের মতো এই বছরও নাকি নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হচ্ছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খানাকুল থানা এলাকার নতিবপুরে অভিযান চলে। নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত হয়। যেখানে কয়েক হাজার পিস চকলেট বোম পাওয়া গেছে। নতিবপুর বরকনতলা এলাকা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি, কাঁচামাল, অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট এবং গান পাউডার বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ জেলার অভিযান ক্রমাগত চলবে বলে জানায় পুলিশ। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, পুলিশ আনুমানিক ৪৫০ কেজির বেশি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করে। ইন্ডিয়ান পিনাল কোড অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্টের যথাযথ ধারাই নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে।

মনোনয়ন জমা হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে দাবি হাড়োয়া বিধানসভার উপ নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম। বুধবার বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে নমিনেশন পত্র জমা করে এমনই মন্তব্য হাড়োয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বসিরহাটের সাংসদ সদ্য প্রয়াত হাজি শেখ নুরুল ইসলাম মেজো ছেলে শেখ রবিউল ইসলাম। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু সহ সকল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রী কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, যারা রাজনীতির মধ্যে আছে তাদের ইচ্ছা থাকাটাই

স্বাভাবিক প্রার্থী হওয়ার। কিন্তু দলের উচ্চ নেতৃত্বরাই সিদ্ধান্ত নেন কে প্রার্থী হবে। আমি ভাগ্যবান যে দল আমার উপর ভরসা করেছেন। আমার বাবা দীর্ঘদিন দলের একনিষ্ঠ নেতা হয়ে দলের হয়ে কাজ করেছেন। আমি তার উত্তরসূরি হিসেবে দলের নীতি মেনে হাড়োয়ার মানুষের সঙ্গে কথা বলে হাড়োয়ার উন্নয়ন করব বলে জানান রবিউল ইসলাম। পাশাপাশি মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, হাড়োয়া বিধানসভা ও বসিরহাট লোকসভা আমরা বিপুল ভোটে জয় পেয়েছিলাম। ফলত হাড়োয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয় স্বাভাবিক। এখানে বিরোধীদের তেমন কোনও প্রভাব নেই।

পাশাপাশি এদিন হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনের বিজেপির প্রার্থী তার মনোনয়ন জমা করেন। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বিমল দাস।

সরকারি রাস্তা তৈরিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামীণ এলাকার সরকারি রাস্তা তৈরিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। বুধবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্ন বিঘা এলাকায়।

গ্রামবাসী এবং স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে এলাকার একমাত্র রাস্তাটি। অবশেষে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাস্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাস্তা তৈরির কাজে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে বন্ধ করে দেয় স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী এবং স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে এদিন গ্রামবাসীরা এবং তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওই বিজেপি নেতা এবং বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও এবিষয়ে কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী সমীর মণ্ডলের বক্তব্য, এই রাস্তার দাবি দীর্ঘদিনের। আমরাও চাই রাস্তা হোক। কিন্তু রাস্তার অজুহাত দিয়ে দুটি গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এরই প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু সরকারি রাস্তা তৈরিতে বাধা দেওয়ার যেটা অভিযোগ করা হচ্ছে তা একেবারে ভিত্তিহীন।

এদিকে কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্ন এলাকার

বাসিন্দাদের বক্তব্য, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দিচ্ছে স্থানীয় বিজেপির একাংশ নেতৃত্ব। অজুহাত দেখিয়ে রাস্তার কাজ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও তার দলবল। এদিন বাধ্য হয়ে ওই বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল দলের সদস্য সম্পা সেন বলেন, গ্রামীণ এলাকায় রাজ্য সরকার সমস্ত রকমভাবে উন্নয়ন করে চলেছে। জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যখন বড় বড় গাছ কাটা পড়ছে তখন বিজেপির নেতারা চুপ থাকছেন। এই গ্রামের রাস্তার দরকার। সেই রাস্তার নতুন ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। আর তার ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এদিন ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীরা বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং বনদপ্তর।

দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থীর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, এ রাজ্যে বছরে দু-তিনবার ঘূর্ণিঝড় হয়, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেই এ বাংলায়।

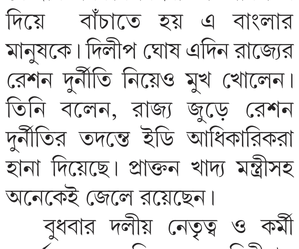

কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা ওড়িশার টিম দিয়ে বাঁচাতে হয় এ বাংলার মানুষকে। দিলীপ ঘোষ এদিন রাজ্যের রেশন দুর্নীতি নিয়েও মুখ খোলেন। তিনি বলেন, রাজ্য জুড়ে রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকরা হানা দিয়েছে। প্রাক্তন খাদ্য মন্ত্রীসহ অনেকেই জেলে রয়েছেন।

বুধবার দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বিজেপি প্রার্থী শুভজিৎ রায় মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিন দুপুর নাগাদ মহকুমাশাসকের দপ্তরে মনোনয়ন জমা দেন বিজেপি প্রার্থী। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ঘোষ, সৌমেন্দু অধিকারী, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো সহ অন্যান্যরা। এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ রাজ্য সরকারকে দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে কটাক্ষ করেন।

নড়বড়ে ব্রিজ ভাঙায় শোরগোল ডানকুনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ডানা আছড়ে পড়ার আগেই ডানকুনিতে ভেঙে পড়ল নড়বড়ে ব্রিজ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই আচমকা এ ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। বুধবার এই ঘটনা ঘটে ডানকুনি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ঘটনার জেরে পোল ভেঙে আহত হন এক বাইক আরোহী। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডানকুনির পুরনো খালের ওপর থাকা ব্রিজটির অবস্থা দীর্ঘদিন থেকেই ভালো নয়। নড়বড়ে ব্রিজের ওপর দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে চলছিল যাতায়াত। স্থানীয়দের অনেকেরই অভিযোগ, সবটাই জানে প্রশাসন। কিন্তু, বারবার বলার পরেও কোনও অ্যাকশন নেয়নি। এদিন শেষ পর্যন্ত এই ব্রিজ ভেঙে গেল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ এক বাইক আরোহী ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই ভেঙে পড়ে ব্রিজের একাংশ। বাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৬.১১.২০২৪** তারিখে **বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স পারফেক্ট কনস্ট্রাকশন (স্বত্বা রেয়াত হোসেন সরকার),** গ্রাম গোবরা, পো : কালুখালি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৫, **শ্রী রেয়াত হোসেন সরকার,** গ্রাম গোবরা, পো : কালুখালি,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৩৫, **শ্রী রাজিউদ্দিন সরকার,** সাকিন : গ্রাম গোবরা, মন্ডলপাড়া, পো : কালুখালি, থানা : ভগবানগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৫। **সুলতানা রাজিয়া বিবি,** : গ্রাম গোবরা, মন্ডলপাড়া, পো : কালুখালি, থানা : ভগবানগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৫। **শাখা : পার্ক সার্কাস।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ এবং ৪/১০ ডেসিমেল/শতক কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া একতলা ২২১৯.৮৪ বর্গফুট (২০৬.২৩ বর্গ মিটার) এবং ঢাকা এরিয়া দোতলা ১৩২৭.৪০ বর্গফুট (১২৩.৩২ বর্গ মিটার) , জেএল নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ৪০৩, এবং ৪০৪ এলআর প্লট নং ১১৪ এবং ১১৫, অবস্থিত মৌজা : গোলজারবাগ, থানা : জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জাকিরুদ্দিন শেখ এর ভবন, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** মেন রোড, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৪৯,৩৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ৪,৯৩,৭০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050442198201 ছ) **৩৮,৪৪,৯২৪.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার নশো চব্বিশ টাকা) ২০.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ**
	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির অবস্থান
২	**মেসার্স অপসরা শাড়ি,** স্বত্বা : কানহাইয়া পরশরামপুরিয়া, ২৯ শিবতলা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০০৭, **শ্রী কানহাইয়া পরশরামপুরিয়া** পিতা শ্রী দেওকি নন্দন পরশরামপুরিয়া, সাকিন ৬৯/১, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট, থানা : জোড়াবাগান, পো : বিধান স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০৬। **শাখা : রবীন্দ্র সরণি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৫বি, পরিমাণ আনুমানিক ৮৮০.৭৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে ৬ষ্ঠতলে জি-৫ তলা ভবনে, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ব্যালকনি, মোজাইক মেঝে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭৫ জি টি রোড(উত্তর),থানা : গোলাবাড়ি,পোস্ট অফিস : সালকিয়া, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন, পিন : ৭১১১০৬, ওয়ার্ড নং ১৫, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সকলের ব্যবহারের জায়গা সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত প্রেমিসেসের। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী কানহাইয়া পুরশরামপুরিয়া, ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** সিঁড়ি এবং লবি, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সম্পত্তি ৭১, জি টি রোড, **দক্ষিণে :** সম্পত্তি ৭৪ জি টি রোড, **পূর্বে :** সম্পত্তি ৭২ জি টি রোড, **পশ্চিমে :** জি টি রোড (উত্তর)।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ২৫,৩০,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৫৩,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB3200451284 ছ) **৬৯,৪৫,৬৬১.০০ টাকা (উনসত্তর লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) ১৮.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ**
	সম্পত্তির ফটো		সম্পত্তির অবস্থান
৩	**শ্রী আকাশ পান্ডে,** পিতা প্রয়াত বিজয় পান্ডে, ২এ, অক্রুর দত্ত লেন,মুচিপাড়া, কলকাতা : ৭০০০১২, আরও ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য়তল, পেলিকান ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, নয়াবাদ, থানা : কসবা বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০০৯৯। **শ্রী কবীন্দ্র কুমার কুনওয়ার,** ১১ কৈলাশ ঘোষ রোড, হাউস নং ৪৮, কলকাতা : ৭০০০০৮। **শাখা : ধর্মতলা স্ট্রিট।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, দক্ষিণ দিকে, ৩য়তলে, পরিমাণ ৯১৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , পেলিকান ভিউ নামে ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক (কমবেশি) স্কিম প্লট নং ১০০ (ফেজ ১, মৌজা নয়াবাদ, পরগনা : খাসপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, কালেক্টরেট তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ১৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৬, ৯০ এবং ১০১, অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৯১, নয়াবাদ, পূর্বতন থানা কসবা এবং বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন, বরো : ১২, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৯৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৩,২৭,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,৩২,৭০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050360954410 ছ) **২১,০৮,৫২৭.০০ টাকা (একুশ লাখ আট হাজার পাঁচশ সাতাশ টাকা) ২০.১০.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ**
	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির অবস্থান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট (www.indianbank.in)

ই-নিলাম ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প ডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি -support.ebkray@psballiance.com এবং অন্যান্য সহায়তা নাম্বার পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি. হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০ -এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ১৯.১০.২০২৪, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দিল্লির দূষণ মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর: শীত এগিয়ে আসতেই দিল্লিতে বাতাসের গুণগত মান আবার খারাপ হতে শুরু করেছে। আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। পড়শি রাজ্যগুলিতে শস্যের গোড়া পোড়ানোর জন্যই বাতাসের গুণগত মান খারাপ হচ্ছে বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার এই নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্র। দিল্লির দুই পড়শি রাজ্য; পঞ্জাব ও হরিয়ানার সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে দিল্লির দূষণ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল। মামলাটি উঠেছিল বিচারপতি অভয় এস ওকা, বিচারপতি এ আমানউল্লাহ এবং বিচারপতি এজি মাসিহ্-র বেঞ্চে। কেন্দ্র পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে সংশোধনী আনার কারণে সেটি কার্যত 'দুর্বল' হয়ে পড়েছে বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। বিশেষ করে ওই আইনের ১৫ ধারার সংশোধনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে তিন বিচারপতির বেঞ্চ। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ভাঙলে কী শাস্তি রয়েছে; তা উল্লেখ রয়েছে ওই ধারায়। আদালতের মতে, সংশোধনীর মাধ্যমে (কড়া) শাস্তির বিষয়টি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবল জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া সেই জরিমানা কার্যকর করার প্রক্রিয়াটিও ঠিক ভাবে এগোচ্ছে না বলেই মনে করছে আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চের মন্তব্য, 'কেন্দ্রকে কাজ করতে হবে। তারা কোনও পরিকাঠামোই এখনও তৈরি করেনি। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আইনের ১৫ ধারার সংশোধনীতে আপনারা সাজা বাদ দিয়ে জরিমানার ব্যবস্থা করেছেন। সেই জরিমানা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও ঠিক মতো হচ্ছে না।'

এই মামলায় কেন্দ্রের তরফে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি। তিনি আশ্বস্ত করেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যে নিময়বিধি চূড়ান্ত করে আইনও সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে যাবে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয় রাজ্যেরই পরিবেশ সচিব এবং কৃষি দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবকে শোকজ করা হয়েছে বলেও আদালতে জানান কেন্দ্রের আইনজীবী।

তবে আদালত মনে করছে, এই বায়ু দূষণ পরিস্থিতিকে নিয়ে কেবলই রাজনীতি করা হচ্ছে। কেন্দ্রের আইনজীবীর উদ্দেশে তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলে, 'যদি পরিবেশ রক্ষার জন্য এই রাজ্য সরকারগুলি এবং আপনাদের (কেন্দ্র) সত্যিই তাগিদ থাকত, তবে আইনের ১৫ ধারায় সংশোধনী আনার আগেই (নিয়মবিধি চূড়ান্ত করার) কাজগুলি হয়ে যেত। এ সব রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

শীতের মরশুম শুরুর আগেই দিল্লির বায়ু দূষণ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক আকার নিতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতি অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও শীতকালে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান বার বার খারাপ থেকে খারাপতর হয়েছে। এর একটি বড় কারণ পঞ্জাব ও হরিয়ানায় শস্যের গোড়া পোড়ানো। বুধবার মামলার শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যসচিবও। শস্যের গোড়া পোড়ানো রুখতে দুই রাজ্য কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা আদালতে বোঝানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। যদিও শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, সেগুলি 'চোখে পট্টি পরানো' ছাড়া আর কিছুই নয়। এর আগের শুনানিতেও আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করার জন্য দুই রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল আদালত।

মহারাষ্ট্রে প্রথম তালিকা প্রকাশ করল এনসিপি

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর: মঙ্গলবারই জানা গিয়েছিল, মহারাষ্ট্রের শাসকজোট বিজেপি, শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী), এনসিপির (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) মধ্যে আসন রফা হয়েছে। এর পর বুধবার ৩৮ প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করে দিল এনসিপি। দলের শীর্ষ নেতা অজিত পাওয়ার প্রার্থী হচ্ছেন বারামতিতে।

গতবার জয়ী ২৬ জন বিধায়কে এবারও প্রার্থী করল এনসিপি। এদের মধ্যে কংগ্রেস থেকে এনসিপিতে যোগ দেওয়া দুই বিধায়ক সুলভা খোড়কে দাঁড়াবেন তাঁর পুরনো কেন্দ্র অমরাবতীতে, হিরামন খোসকরও দাঁড়াবেন নিজের কেন্দ্র ইগাতপুরীতে। অন্যদিকে, প্রবীণ এনসিপি নেতা ছগন ভুজবল প্রার্থী হচ্ছেন ইয়ালা কেন্দ্রে, ভারা গাভিত মনোনয়ন জমা দেবেন নাভাপুরে। বিধানসভার সহ-অধ্যক্ষ নরহরি জিরওয়াল দাঁড়াবেন দিনদোরিতে, প্রাক্তন মন্ত্রী রাজকুমার বাদোলে অর্জুনি-মোরগাও বিধানসভায় প্রার্থী হবেন।

২৮৮ আসন রয়েছে মহারাষ্ট্র বিধানসভায়। সূত্রের খবর, ১৫২-১৫৫টি আসন প্রার্থী দেবে বিজেপি। একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ৭৮-৮০টি আসনে প্রার্থী দেবে, অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর শিব সেনা ৫২ থেকে ৫৪টি আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে। জানা গিয়েছে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাড়িতে আসন বণ্টনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজেপি ইতিমধ্যে ৯৯ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। এবার এনসিপি ২৮ প্রার্থীর প্রথম তালিকা ঘোষণা করল। উল্লেখ্য, ২৮৮ আসনের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় আগামী ২০ নভেম্বর এক দফায় ভোট। ২৩ নভেম্বর ফল ঘোষণা হবে।

e-Tender Notice
NIT No. 27/24-25. dt. 22/10/2024
Consin. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 5 nos), Total Amount Rs. 20,96,169.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 30/10/2024 upto 05-00 p.m. (Other details collect from the office and website https://wbtenders.gov.in)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

খড় পুড়িয়ে হরিয়ানায় গ্রেপ্তার ১৪ জন কৃষক

চণ্ডীগড়, ২৩ অক্টোবর: অভিযোগ কয়েক দশকের পুরনো। পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষিজমিতে নাড়া (ফসলের গোড়া) আর খড়বিচালি পোড়ানোর কারণে দিল্লিতে দূষণ মারাত্মক আকার নিচ্ছে। সেই চেনা 'ছবি' বদলাতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। দূষণ রোধে নিষেধাজ্ঞা না মেনে খড় পোড়ানোর অভিযোগে হরিয়ানার কাইথালে ১৪ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, খড় পোড়ানোর ঘটনা রোধে ব্যর্থতার জন্য কৃষি দপ্তর বিভিন্ন জেলার ২৪ জন কৃষি আধিকারিক ও কর্মীকে বরখাস্ত করেছে।

হরিয়ানার কাইথাল জেলা দেশের অন্যতম দূষিত শহর হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এবং কাইথালের ডিসিকে তলব করে আদালত। যার পরেই জেলা প্রশাসন এই খড় পোড়ানোর ঘটনায় পদক্ষেপ করেছে। এখনও পর্যন্ত ১৮ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শীতের মরশুম শুরু হতে না হতেই দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। বাতাসের গুণমান সূচক কমেছে। একদিকে দূষণ বাড়ছে। অন্যদিকে, হরিয়ানায় খড় পোড়ানোর ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক মাসে খড় পোড়ানোর প্রায় ৫০০ মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। গত ৪ বছরের তুলনায় এটি এক মাসে রেকর্ড করা সর্বোচ্চ সংখ্যা। হরিয়ানার অনেক শহরে বায়ু মানের সূচক ৪০০ ছুঁয়েছে, যা বিপজ্জনক মাত্রায় পড়ে।

গত কয়েকদিনে, খড় পোড়ানোর জন্য ১৪ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু অপরাধটি জামিনযোগ্য হওয়ায় পরে তাদের জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাইথালের ডিএসপি (সদর দপ্তর) বীরভান জানিয়েছেন, 'এই ঘটনার জন্য আরও অভিযান চালানো হবে। থানার ইনচার্জদের তাদের নিজের এলাকায় গত বছরের বিচারাধীন মামলায় গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

বুধেও পড়ল সেনসেক্স-নিফটি

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর: অক্টোবরের অধিকাংশ দিনই হু-হু করে নেমে যাচ্ছে সেনসেক্স ও নিফটি। বুধবার, ২৩ অক্টোবর সেই ধারা অব্যাহত রইল। এই নিয়ে টানা তিন দিন শেয়ার সূচকে পতন দেখা গিয়েছে। যা চলতি সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন থেকে শুরু হয়েছিল।

বুধবার, বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) শেয়ার সূচকে দিনভর ছিল অস্থিরতা। ৭৯,৯২১.১৩ পয়েন্টে খুলেছিল সেনসেক্স। যা দিন শেষে ৮০,০৮১.৯৮-তে চলে আসে। অর্থাৎ ১৩৮.৭৪ পয়েন্ট পড়েছে সেনসেক্স। যা প্রায় ০.১৭ শতাংশ। এ দিন সর্বোচ্চ ৮০,৬৪৬.৩১ পয়েন্টে উঠেছিল এই শেয়ার সূচক।

অন্যদিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (এনএসই) সূচকে ৩৬.৬০ পয়েন্টের পতন দেখা গিয়েছে। এ দিন নিফটি খুলেছিল ২৪,৩৭৮.১৫ পয়েন্টে। বাজার বন্ধ হওয়ার পর দেখা যায় তা দাঁড়িয়ে রয়েছে ২৪,৪৩৫.৫০-তে। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪,৬০৪.২৫ পয়েন্টে উঠেছিল এনএসই-র সূচক। অর্থাৎ ০.১৫ শতাংশ নিম্নমুখী হয়েছে নিফটির লেখচিত্র।

শেয়ার বাজার ক্রমাগত নীচের দিকে যাওয়ায় বড় পুঁজির সংস্থাগুলির স্টকের উপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এ দিন মাঝারি ও ছোট পুঁজির সংস্থাগুলি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোয় তা লগ্নিকারীদের মনে নতুন আশা জাগিয়েছে। নিফটিতে মাঝারি পুঁজির কোম্পানিগুলির শেয়ার সূচক ০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট পুঁজির ক্ষেত্রে যা ১.২৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

বিএসইতে ছোট ও মাঝারি পুঁজির সংস্থাগুলির স্টকের দর ১ ও ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিফটিতে তালিকাভুক্ত ৩২টি সংস্থাটি নেতিবাচক জায়গায় দিন শেষ করেছে। সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা। এর স্টকের দর ৩.২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া দাম কমেছে সান ফার্মাসিউটিক্যাল, আইশার মোটরস, শ্রীরাম ফাইন্যান্স, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন, লারসেন অ্যান্ড টুব্রো, আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড, এনটিপিসি ও সিপ্লার শেয়ারের। এগুলির স্টকে লগ্নিকারীদের ১.৫ শতাংশের বেশি লোকসান হয়েছে।

সেক্টরাল সূচকে নিফটিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ার। এতে ২.৩৮ শতাংশ ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা গিয়েছে। যার পিছনে রয়েছে কোফর্জ লিমিটেড ও পারসিসটেন্স সিস্টেমস্রে স্টকের লাফিয়ে লাফিয়ে দর বৃদ্ধি। এই দুই সংস্থা সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে প্রত্যাশার চেয়ে ভাল আয় করেছে। এ ছাড়া ভাল মুনাফা দিয়েছে বজাজ ফিন্যান্স, বাজাজ অটো, টেক মাহিন্দ্রা, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ও টাটা কনজিউমার।

দিল্লিতে শুরু হল 'লাকি লক্ষ্মী উৎসব'

নয়াদিল্লি: অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিল (জিজেসি) আয়োজিত দিল্লিতে বহুল প্রতীক্ষিত 'লাকি লক্ষ্মী উৎসব' শুরু হয়েছে। উৎসবটি চলবে ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত। 'গেট ব্লেসড, বি লাকি' থিমের এই উৎসবটি শুরু হয়েছে। এই বছরের উৎসবটি গ্রাহকদের জন্য আগের সংস্করণগুলি থেকে আরও সমৃদ্ধ এবং আকর্ষক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এই বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, অল ইন্ডিয়া জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিল (জিজেসি)-এর সভাপতি শ্যাম মেহরা বলেছেন, 'দিল্লিতে লাকি লক্ষ্মী উৎসবকে নতুন বৈশিষ্ট্য-সহ উপস্থাপন করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আগের উৎসবের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এবারের উৎসব হবে আরও আকর্ষণীয় এবং গ্রাহকদের উপযুক্ত আনন্দ দেবে। আমরা দিল্লির গয়না বাজারে এই উৎসবের ইতিবাচক প্রভাব দেখার অপেক্ষায় আছি।'

BONGAON MUNICIPALITY
Devoloping Infrastructure of SWM Meeting cum conference room in exexting building with mordarize vechile monitering system under Bongaon Municipality. **Tender reference – WBMAD/NIeT/58/ BM/ 2024-25/PWD/2nd call Date: 23.10.2024. Tender ID-2024_MAD_764298_1.** 1.Bid Submission Start date – **23.10.2024 at 06.55 PM.** 2.Prebid meeting date – **28.10.2024 at 02.00 PM.** 3.End date – **02.11.2024 at 05.00 PM.** 4.Bid opening date :- **05.11.2024 at 10.00 AM**. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/ Chairman
Bongaon Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২১.১০.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬০-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** দমদম জংশন - নৈহাটি জংশন শাখায় ঃ সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার [ওয়ার্কস]/ ব্যারাকপুর-এর অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত লেভেল ক্রশিং গেট নং. ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯এ, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ (মোট ১৩টি) -এ আরডিএসও অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড হাইট গেজ-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৮,০৯,৩৭৪.৪৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৯,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ -বজবজ -এ ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত লেভেল ক্রশিং গেট নং. ১/এ/ই, ২/এ/ই, ৫/এস/টি কাঁকুলিয়া, ৭/বি/টি (মোট ০৪ টি)-এ স্ট্যান্ডার্ড টাইপ গেট লজ-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৯,১৬,৪৫২.৫৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৮,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ -র অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার [পি.ওয়ে] / ব্যারাকপুর-এর আওতাধীনে দমদম জংশন ইয়ার্ড -এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,১০,২২৪.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১০,১০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৬৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনের অধীনে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের আপ এবং ডাউন উভয় প্ল্যাটফর্মে ৩ মিটার চাওড়া সিঁড়ি সমেত ৬ মিটার ফুট ওভার ব্রিজের (এফওবি) ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৬৩,০৮,৩৭২.১৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,৩১,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৪-এর জন্য ১৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
SDAH-207/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এআর-এলসিগেট -২৪-২৫, তারিখ ২২.১০.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এআর-এলসিগেট-২৪-২৫** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসনের ইন্টারলকড লেভেল ক্রশিং গেটসমূহে অডিও রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৮৪,৬৭,১৬৭.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৯,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা ৩৭ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৪.১১.২০২৪। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-355/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইজরায়েলি সেনার হাতে খতম নাসরাল্লার উত্তরসূরি সাফেদ্দিনও

জেরুজালেম, ২৩ অক্টোবর: হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লা খতম হওয়ার পরই তার উত্তরসূরি হিসেবে শোনা গিয়েছিল হাশেম সাফেদ্দিনের নাম। জানা যাচ্ছিল, সাফেদ্দিনই এবার হেজবোল্লার নতুন নেতা। কিন্তু মঙ্গলবার ইজরায়েল দাবি করল, তাদের সেনার হাতে মৃত্যু হয়েছে সাফেদ্দিনেরও। তিন সপ্তাহ আগে বেইরুটের দক্ষিণ শহরাঞ্চলের এক হামলাতেই প্রাণ হারায় নাসরাল্লার উত্তরসূরি। এমাসের শুরুতে তেল আভিভ জানিয়েছিল, সম্ভবত আর বেঁচে নেই সাফেদ্দিন। এদিন সেই দাবিকেই সিলমোহর দিল ইজরায়েলি সেনা। তবে এই বিবৃতির জবাবে হেজবোল্লার তরফে এখনও পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লার মারা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই জানা গিয়েছিল তার উত্তরসূরিকে নিশানা করেছে ইজরায়েল। নাসরাল্লার তুতো ভাই সাফেদ্দিনকে লক্ষ্য করে লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তেল আভিভ। তবে হেজবোল্লার সম্ভাব্য প্রধান হাশেমের মৃত্যু হয়েছে কিনা, সেই নিয়ে স্পষ্ট কোনও খবর মেলেনি। অবশেষে ইজরায়েল জানিয়ে দিল আর বেঁচে নেই সাফেদ্দিন।

উল্লেখ্য, নাসরাল্লার মৃত্যুর পরেই শোনা যায় যে পরবর্তী প্রধান হিসাবে হাশেমকে বেছে নিতে চলেছে হেজবোল্লা। এর পরই ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। পরিষ্কার করে দেন ইরান, প্যালেস্টাইন, লেবানন, মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শত্রু এক। সেই শত্রুর নাম ইজরায়েল। তবে ইজরায়েলের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকাকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন খামেনেই। গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ঘনিয়েছে ভয়ংকর যুদ্ধের মেঘ। সাফেদ্দিনের মৃত্যু নিয়ে ইজরায়েলের দাবির পর সেই পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কিনা সেদিকেই আশঙ্কার সঙ্গে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।

ওড়িশায় বছরে ১২ দিন বাড়তি ছুটি পাবেন ঋতুকালীন মহিলারা

ভুবনেশ্বর, ২৩ অক্টোবর: ক্ষমতায় এসেই বড় পদক্ষেপ ওড়িশার বিজেপি সরকারের। রাজ্যের মহিলা সরকারি ও বেসরকারি কর্মীদের জন্য ঋতুকালীন ছুটি ঘোষণা করল মোহন চরণ মাঝির সরকার। এখন থেকে মাসে একদিন অর্থাৎ বছরে ১২টি বাড়তি ছুটি পাবেন মহিলারা। মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর। চলতি বছরে স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পারিদা ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের মহিলা কর্মীদের শীঘ্রই ঋতুকালীন ছুটি ঘোষণা করতে চলেছে সরকার। উপমুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাই মঙ্গলবার কার্যকর করল মোহন চরণ মাঝির সরকার। আগামী মাস থেকেই কার্যকর হবে এই নিয়ম। সরকারের তরফে জানা যাচ্ছে, সরকারি হোক বা বেসরকারি, ওড়িশায় চাকরিরত মহিলারা এখন থেকে মাসে একদিন করে বছরে বাড়তি ১২ দিন ছুটি পাবেন মহিলারা। এই ছুটি ক্যাজুয়াল লিভ বা সিএল হিসেবেই গণ্য করা হবে। ঋতুচক্রের প্রথম অথবা দ্বিতীয়দিন মিলবে এই ছুটি। উল্লেখ্য, এর আগে বিজেডি সরকারের আমলে পারিবারিক দায়িত্ব ও মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে বছরে অতিরিক্ত ১০ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটাই এবার ১২ দিন হতে চলেছে। সবমিলিয়ে বছরে মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করা হল ২৭টি সিএল। অন্যদিকে, পুরুষদের জন্য আগের মতোই বছরে ১৫টি সিএল বরাদ্দ থাকছে। অবশ্য ঋতুকালীন ছুটি ভারতে এই প্রথমবার নয়। এর আগে একাধিক বেসরকারি সংস্থা এই নিয়ম লাগু করেছিল। ২০২০ সালে মহিলাদের জন্য ১০ দিনের সবেতন ছুটির নির্দেশ দিয়েছিল অনলাইন খাবার ডেলিভারি সংস্থা জোম্যাটো। বিহার ও কেরল রাজ্যেও লাগু রয়েছে এই ছুটি। সম্প্রতি এই ইস্যুতে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করা হয় সুপ্রিম কোর্টে। যদিও এ প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই ধরনের ছুটি বাধ্যতামূলক করা হলে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে পারেন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
স্টোর্স ডিপার্টমেন্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত সামগ্রীর জন্য **ই-টেন্ডার** আহ্বান করছে যা সম্পূর্ণ বিশদ সহ **www.ireps.gov.in**-এ ইতিমধ্যেই আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গৃহীত হবে না। সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, কেবলমাত্র পূর্বোক্ত ওয়েবসাইটেই আপলোড করা যাবে।

টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৪১১৪২	শাকু কাপলারের ড্র এবং বাফ গীয়ার-এর খুচরো যন্ত্রাংশ	৩৯ সেট	০১.১১.২০২৪, দুপুর ২টা
০১২৪১৯২২	গীয়ার কেস অ্যাসেম্বলি	১০২টি	০৮.১১.২০২৪, দুপুর ২টা
০১২৪১৯২১	মোটর সাসপেনশন টিউব	২৮টি	০৮.১১.২০২৪, দুপুর ২টা
০১২৪১৮৮৫	রিভার্সার টাইপ আরপিএস-২৯	১০টি	০৮.১১.২০২৪, দুপুর ২টা

স্টোর্সের প্রোকিওরমেন্টের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১০/২৪-২৫, তারিখ ২৩.১০.২০২৪
পিসিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 149/2024-2025 Dated- 23-10-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil works at Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-11-2024 upto 3.00 pm**
Date: 23.10.2024 Sd/- Executive Engiueer

মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সারলেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান

মস্কো, ২৩ অক্টোবর: বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্য। গাজা যুদ্ধের দাবানল ক্রমে গ্রাস করছে পশ্চিম এশিয়াকে। যে কোনও মুহূর্তে প্রবল লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার কাজান শহরে ব্রিকস সামিটের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে বড় ভূমিকা নিতে পারে ভারত। ৩ বছর হতে চললেও থামেনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। সংঘাত থামিয়ে শান্তির পথে ফেরার জন্য দুদেশের রাষ্ট্রপ্রধানকেই বার্তা দিয়েছেন মোদি। প্রত্যেকবার তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে কখনও সমস্যার সমাধান হয় না। কূটনৈতিক আলোচনা ও বৈঠক জরুরি। এবার ভারতের এই বিদেশনীতিতেই নাকি ভরসা রাখতে চাইছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট। সূত্রে খবর, ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে মঙ্গলবার পেজেস্কিয়ানের সঙ্গে বৈঠক সারেন মোদি। পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন নমো। তখনই শান্তিস্থাপনের উপর জোর দিয়ে পেজেস্কিয়ান বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিরসনে নয়াদিল্লি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়াও জানা গিয়েছে, এদিনের আলোচনায় ভারত-ইরান বন্ধুত্ব আরও মজবুত করতে সহমত পোষণ করেছেন মোদি ও পেজেস্কিয়ান।

ভারত-ইরানের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের। কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে একাধিকবার দিল্লির হয়ে সুর চড়িয়েছে তেহরান। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়েও দু'দেশ একে ওপরের সহযোগী। কিন্তু সম্প্রতি খানিক হলেও দূরত্ব বেড়েছিল দুদেশের মধ্যে। ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই দাবি করেন, ভারতে মুসলিমদের উপর নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। যার পালটা দিয়ে সাউথ ব্লক সাফ জানায়, আগে নিজের ঘর সামলান, পরে অন্যকে জ্ঞান দেবেন। এর পরই জল্পনা শুরু হয়, ইরান-ভারত বন্ধুত্বে কি এবার দাড়ি পড়তে চলেছে? কিন্তু মোদি-সাক্ষাতে কার্যত সেই জল্পনা উড়িয়ে দিলেন পেজেস্কিয়ান।

পছন্দের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলা ৩ শতাংশ এগিয়ে ট্রাম্পের থেকে, প্রকাশ সমীক্ষায়

ওয়াশিংটন, ২৩ অক্টোবর: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দু'সপ্তাহ আগে জনমত সমীক্ষায় রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিসের ব্যবধান দাঁড়াল তিন শতাংশের। ওই সমীক্ষা জানাচ্ছে, কমলাকে ৪৬ শতাংশ এবং ট্রাম্পকে ৪৩ শতাংশ আমেরিকান ভোটদাতা 'পছন্দের প্রেসিডেন্ট' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এর আগে সোমবার প্রকাশিত ভোট সমীক্ষা সংস্থা ইমারসন কলেজের জনমত রিপোর্ট জানিয়েছিল, আমেরিকার ৪৯ শতাংশ ভোটদাতার প্রেসিডেন্ট পদে পছন্দ বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা। অন্য দিকে, ট্রাম্পের প্রতি ৪৮ শতাংশ ভোটার সমর্থন জানিয়েছেন। অন্য দিকে, অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের জনমত সমীক্ষায় কমলা ৪৮ শতাংশ এবং ট্রাম্প ৪৬ শতাংশ ভোটদাতার সমর্থন পেয়েছেন।

আগামী ৫ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে আমেরিকায়। তার আগে জনমত সমীক্ষার এই ফল

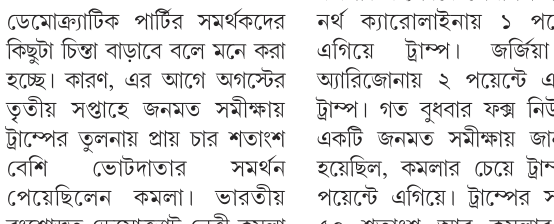

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থকদের কিছুটা চিন্তা বাড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এর আগে অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পের তুলনায় প্রায় চার শতাংশ বেশি ভোটদাতার সমর্থন পেয়েছিলেন কমলা। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডেমোক্র্যাট নেত্রী কমলা আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে ইতিহাসে নাম লিখিয়েছেন। এবার জয়ী হলে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হওয়ারও নজির তৈরি করবেন তিনি। এ বারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাতটি 'দোদুল্যমান' প্রদেশের জনমত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন ভোট-পণ্ডিতদের একাংশ। উল্লেখ্য, এই সাতটি প্রদেশের মধ্যে মিশিগান, উইসকনসিন এবং নেভাদায় ১ শতাংশ ব্যবধান এগিয়ে কমলা। অন্য দিকে পেনসিলভানিয়া, নর্থ ক্যারোলাইনায় ১ পয়েন্টে এগিয়ে ট্রাম্প। জর্জিয়া ও অ্যারিজোনায় ২ পয়েন্টে এগিয়ে ট্রাম্প। গত বুধবার ফক্স নিউজের একটি জনমত সমীক্ষায় জানানো হয়েছিল, কমলার চেয়ে ট্রাম্প ২ পয়েন্টে এগিয়ে। ট্রাম্পের সমর্থন ৫০ শতাংশ আর কমলার ৪৮ শতাংশ।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.T. No. : UKM/PHC/018(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024 Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-tender for Supply & commissioning of 01 no. four wheel vehicle. **2. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/019(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Supply of front & rear tyre & tube for Tractor. **3. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/020(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of Two nos. Sanitizing machine. **4. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/021(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of one no. Deep suction machine. **5. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/022(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of the mechanisms of one no. Coconut shell processing machine. **6. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/023(e)/2024-25(2nd call) dt. 23.10.2024** Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Operations and preventive maintenances of Compost machine & Weigh Bridge at Makhla SWM Plant. **Documents download start date & Bid submission start date – 24.10.2024. Bid Submission Closing Date – 05.11.2024**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

আজ শুরু পুণে টেস্ট, ১৫০ করেও বাদ পড়তে পারেন সরফরাজ খান

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলে জায়গা না পাওয়ার জন্য এক সময় ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে নাম না করে অভিযোগ করেছিলেন সরফরাজ খান। দলে জায়গা পাওয়ার পর নিজেকে প্রমাণ করেছেন। গত ম্যাচে দলকে লড়াইয়ে ফেরানোর প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন তিনি। ১৫০ রান করেন দ্বিতীয় ইনিংসে। কিন্তু তার পরেও পুণে টেস্টে প্রথম একাদশে জায়গা না-ও হতে পারে সরফরাজ়রে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে ভারতের প্রথম একাদশে কারা থাকতে পারেন?

টেস্টে ভারতের হয়ে ওপেন করেন রোহিত শর্মা এবং যশস্বী জয়সওয়াল। ডানহাতি-বাঁহাতি জুটি তৈরি করেন তাঁরা। সেই সঙ্গে রয়েছে অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের মিশেল। পুণেতেও তাঁদেরই দেখা যাবে ওপেন করতে। বেঙ্গালুরুতে যশস্বী রান না পেলেও তরুণ ওপেনারের বাদ পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। অধিনায়ক রোহিতও খেলবেন। ফলে হঠাৎ চোট না পেলে ওপেনিং জুটিতে পরিবর্তন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বেঙ্গালুরুতে খেলতে পারেননি শুভমন গিল। তাঁর ঘাড়ে চোট ছিল। কিন্তু পুণে টেস্টের আগে তিনি সুস্থ। নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাট করেছেন। সাপোর্ট স্টাফেরা চলে যাওয়ার পরেও থ্রো ডাউন নিয়েছেন শুভমন। মঙ্গলবার ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখতে বলেন, তবেঙ্গালুরুতে ব্যাট করেছে গিল, নেটেও খেলেছে। একটু সমস্যা আছে। তবে পরের টেস্টে নামার জন্য তৈরি হয়ে যাবে ও।দ ফলে গিলের পুণে টেস্টে দলে ফেরা একপ্রকার নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে তিন নম্বরে খেলবেন গিল।

ভারতের হয়ে টেস্টে চার নম্বরে ব্যাট করেন বিরাট কোহলি। গত ম্যাচে শুভমন না থাকায় তিন নম্বরে খেলানো হয়েছিল তাঁকে। ৭০ রানের ইনিংসও খেলেন। তবে শুভমন দলে ফিরলে নিজের পছন্দের জায়গা চার নম্বর ফিরে পাবেন বিরাট।

গত ম্যাচে রান পাননি লোকেশ রাহুল। বেঙ্গালুরুতে সেই ম্যাচেই সরফরাজ খান করেন ১৫০ রান। পুণেতে শুভমন ফিরলে সুযোগ পাবেন যে কোনও এক জন। লড়াই দু’জনের মধ্যে। ভারতীয় দল কাকে প্রাধান্য দেবে? অভিজ্ঞতা নাকি ফর্ম? রাহুলকে নিয়ে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, তসমাজমাধ্যম বা বিশেষজ্ঞেরা কী বলছে তার উপর আমরা দল তৈরি করি না। টিম ম্যানেজমেন্ট যেটা ভাল মনে করে সেটাই করে। আমাদের কাছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। দিনের শেষে প্রত্যেককেই সমালোচিত হতে হয়। আমার মতে রাহুল ভাল ব্যাট করছে। কানপুরে ভাল খেলেছে। কঠিন উইকেটে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছে। বড় রান সময়ের অপেক্ষা।দ তবে কি ১৫০ রান করেও পরের ম্যাচে সরফরাজকে বসতে হবে? সহকারী কোচ দুশখতেও রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, তসরফরাজ আগের টেস্টে ভাল খেলেছে। কিন্তু রাহুল খারাপ খেলেনি। ওর ব্যাটে বল লাগছে। কোনও বল খেলতে গিয়ে ফস্কায়নি। তাই রাহুলকে নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মানসিক ভাবেও ভাল জায়গায় আছে। তবে ছ’জনের জায়গায় সাত জন খেলার জন্য তৈরি থাকলে এক জনকে তো বাদ পড়তে হবে। বৃহস্পতিবার সকালে পিচ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দ

বেঙ্গালুরু টেস্টে খেলতে গিয়ে হাঁটুতে লেগেছিল পন্থের। গাড়ি দুর্ঘটনার সময় যে পায়ে তাঁর লেগেছিল, সেই পায়েই আবার চোট পেয়েছিলেন তিনি। ব্যাট করলেও বেঙ্গালুরু টেস্টে পন্থের বদলে উইকেটরক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ধ্রুব জুরেল। গিল প্রথম টেস্টে নামেননি। খেলা শুরুর আগে তাঁর ঘাড়ে চোট ছিল। সেই কারণে খেলতে নামেননি তিনি। কোচ গম্ভীর বলেন, পন্থ একদম ঠিক আছে। কাল ও-ই উইকেটরক্ষক হিসাবে খেলবে।

দ্বিতীয় টেস্টের আগে দলে নেওয়া হয়েছে ওয়াশিংটন সুন্দরকে। ডানহাতি স্পিনারকে দলে নেওয়া প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, তনিউ জ়ল্যান্ড দলে অনেক বাঁ হাতি ক্রিকেটার রয়েছে। আমাদের এমন একজনকে দরকার ছিল যে বাঁ হাতি ব্যাটারদের ক্ষেত্রে বলটা বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। আবারও বলছি, প্রথম একাদশ ঠিক হয়নি। কিন্তু ওয়াশিংটন সব সময়েই ভাল বিকল্প।দ ওয়াশিংটন যদি খেলেন সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারেন কুলদীপ যাদব। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজা খেলবেন। তাঁদের সঙ্গে খেলতে পারেন ওয়াশিংটন।

বেঙ্গালুরু টেস্টে খেলেছিলেন যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজ। পুণেতেও তাঁদের খেলতে দেখা যেতে পারে। যদিও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আকাশ যে রকম বল করেছেন তাতে সিরাজের থেকে অনেক বেশি দাবীদার তিনি। কিন্তু বাংলার পেসারকে দ্বিতীয় পেসার হিসাবে জায়গা দেওয়া হবে কি না তা পরিষ্কার নয়। বুমরা দলের সেরা পেসার। তাঁর সঙ্গে সিরাজ বা আকাশের মধ্যে এক জন সুযোগ পাবেন। সেই লড়াইয়ে সিরাজের পাল্লাই ভারী।

রাহুলের দোষেই হারতে হয়েছে লখনউকে!

পর্যবেক্ষণ মেন্টর জাহিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকেশ রাহুলকে ছেড়ে দিতে পারে লখনউ সুপার জায়ান্টস। আইপিএলের নিলামের আগে গত বারের অধিনায়ককে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা। নিয়ম অনুযায়ী কোনও ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিলেও নিলামে রাইট টু ম্যাচ (আরটিএম) কার্ডের ব্যবহার করে তাঁকে দলে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। সেই কারণেই রাহুলকে ছেড়ে দেওয়ার ভাবনা সঞ্জীব গোয়েন্কার লখনউয়ের।

কোনও ক্রিকেটারকে দলে ধরে রাখতে গেলে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হবে, লখনউ মনে করছে তার থেকে কমে রাহুলকে পাওয়া যাবে। যদি একান্তই রাহুলকে রাখার কথা ভাবা হয় তা হলে আরটিএম করে ফেরানো হবে। নিলামের আগে রেখে দেওয়ার সম্ভাবনা কম। নিলামে রাহুলের দাম দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

লখনউয়ের নতুন মেন্টর জাহির খান এবং কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার গত মরসুমের ম্যাচ ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে রাহুল মাঝের ওভারে খেললে দলের হারের সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ, যে সব ম্যাচে রাহুল বেশি ক্ষণ ক্রিজ়ে ছিলেন সেই সব ম্যাচ লখনউ হেরেছে। লখনউয়ের হয়ে ওপেন করেন তিনি। রাহুল তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেলে লখনউ জিতেছে। রাহুলের মতো এমন ওপেনার জাহিরেরা চাইছেন না, যিনি অনেক ক্ষণ সময় নিচ্ছেন ক্রিজ থিতু হতে। ২০২৪ সালের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ৫২০ রান করেন রাহুল। তাঁর গড় ৩৭.১৪ এবং স্ট্রাইক রেট ১৩৬.১২। চারটি ম্যাচে অর্ধশতরান করেছিলেন তিনি।

গত বার রাহুলের সঙ্গে গন্ডগোল হয়েছিল লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েন্কার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হেরে মাঠেই রাহুলকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তিনি। তার পর থেকেই বার বার রাহুলকে বাদ দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছে। যদিও গোয়েন্কা রাহুলকে নিজের পরিবারের অংশ বলে উল্লেখ করেছিলেন।

রাহুলকে না নিলেও মায়াঙ্ক যাদবকে রাখার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত লখনউ। জানা গিয়েছে তিন জন ক্রিকেটারকে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে জাহিরদের। তাঁদের মধ্যে এক জন তরুণ পেসার মায়াঙ্ক। তাঁকে লখনউই খুঁজে বার করেছে। ভারতীয় দলেও জায়গা করে নিয়েছেন মায়াঙ্ক। তাই তাঁকে ছাড়তে রাজি নয় লখনউ। একই ভাবে রাহুলকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সেটাও ব্যাটারের বিপক্ষে গিয়েছে।

মায়াঙ্কের সঙ্গে আয়ুষ বাদোনি এবং মোহসিন খানকে রেখে দিতে পারে লখনউ। তবে চূড়ান্ত তালিকা এখনও হয়নি। আলোচনায় রয়েছে নিকোলাস পুরানের নামও।

অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই নামবে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুলতানে প্রথম দুই টেস্ট শেষে ১,১ সমতা। আগামীকাল রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তান,ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট তাই পরিণত হয়েছে সিরিজ নির্ধারণীতে। গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্যাচের আগের দিন একাদশ জানিয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তান যে একাদশ নিয়ে ইংল্যান্ডকে ১৫২ রানে হারিয়ে দিয়েছে, শেষ টেস্টেও সেই দল নিয়েই নামছে। অর্থাৎ স্বাগতিকদের একাদশে আবারও স্পিনারদের ছড়াছড়ি। স্বীকৃত তিন স্পিনার নোমান আলী, সাজিদ খান ও জাহিদ মেহমুদের সঙ্গে দুই ‘পার্ট টাইমার’ আগা সালমান ও সাইম আইয়ুব। দলে একমাত্র পেসার আমের জামাল।

ব্যাটিং অর্ডারে আইয়ুবের সঙ্গে ওপেন করবেন আবদুল্লাহ শফিক। তিনে অধিনায়ক শান মাসুদ। বাবর আজমের জায়গার সুযোগ পেয়েই সেঞ্চুরি করা কামরান গুলাম এ ম্যাচেও খেলবেন চারে। মিডল অর্ডারের পরের তিনজন সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ রিজওয়ান ও আগা সালমান। শেষ চার ব্যাটসম্যান জামাল, নোমান, সাজিদ ও জাহিদ।

এই রাওয়ালপিন্ডিতেই পেস, নির্ভর একাদশ সাজিয়ে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয়েছিল পাকিস্তান। এবার তাই ভিন্ন পরিকল্পনা এঁটেছে তারা। রাওয়ালপিন্ডির পিচকে স্পিনবান্ধব করে তুলতে গত কয়েক দিন বিশাল আকৃতির একাধিক বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করতে গেছে। বৈদ্যুতিক পাখা দিয়ে পিচ শুকিয়ে স্পিন,সহায়ক করে তোলার সেসব দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রীতিমতো হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিচ নিয়ে পাকিস্তান টেস্ট দলের প্রধান কোচ জেসন গিলেস্পি আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘(পিচ) একদমই শুষ্ক, খুব বেশি ঘাস রাখা হয়নি। এটা ধীরগতির বোলারদের অনুকূলে থাকবে, এই আশা করতেই পারি।’

এ ধরনের পিচে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা সব সময়ই কঠিন। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে স্পিনাররা পিচ থেকে আরও বেশি বাঁক পেতে থাকেন। তাই টসজয়ী দলই যে আগে ব্যাট করতে চাইবে, তা ভালো করেই জানা গিলেস্পির। তবে ‘মুদ্রা ভাগ্য’ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সে কথাও জানিয়ে রাখলেন গিলেস্পি, ‘এটা (টস) ৫০,৫০ ব্যাপার। তবে আপনি সব সময়ই চাইবেন, এটা আপনার পক্ষে যাক।’

রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে পাকিস্তানের একাদশ

সাইম আইয়ুব, আবদুল্লাহ শফিক, শান মাসুদ (অধিনায়ক), কামরান গুলাম, সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), আগা সালমান, আমের জামাল, নোমান আলী, সাজিদ খান ও জাহিদ মেহমুদ।

২০ ওভারে ৩৪৪, টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড জিম্বাবুয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০ ওভারে ৩০০; আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই কীর্তি ছিল একমাত্র নেপালের। গত বছর মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের করা ৪ উইকেটে ৩১৪ রান ছাপিয়ে বুধবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে জিম্বাবুয়ে।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকান উপ-আঞ্চলিক বাছাই পর্বের ম্যাচে গাম্বিয়ার বিপক্ষে জিম্বাবুয়ে ৪ উইকেটে করেছে ৩৪৪ রান! অধিনায়ক সিকান্দার রাজা একাই করেছেন অপরাজিত ১৩৩ রান, সেটাও মাত্র ৪৩ বলে।

নাইরোবির রুয়ারাকা স্পোর্টস ক্লাব মাঠে আগে ব্যাট করে উদ্বোধনী জুটি থেকেই ভালো শুরু পেয়ে যায় দলটি। দুই ওপেনার ব্রায়ান বেনেট ও তাদিওয়ানাশে মারুমানি; দুজনই ফিফটি করেছেন।

বেনেট ২৬ বলে ৫০ রান করলেও মারুমানির ৬২ রান এসেছে মাত্র ১৯ বলে। তিনে নামা ডিওন মেয়ার্স ৫ বলে ১২ রান করে আউট হলেও অধিনায়ক রাজা চারে নেমে ছক্কার বৃষ্টি নামান।

৩৩ বলে সেঞ্চুরি করেন রাজা, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম। নামিবিয়ার ইয়ান নিকোল লফটি, ইটনও ৩৩ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

রাজার বিস্ফোরক ইনিংসে চার ছিল ৭টি, ছক্কা ১৫টি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যক্তিগত ইনিংসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড এটি। শেষের দিকে ফিফটি করেছেন ক্লাইভ মাদান্দেও। তাঁর অপরাজিত ৫৩ রান এসেছে ১৭ বলে।

ব্যাট হাতে জিম্বাবুয়ের মহাপ্রলয় বইয়ে দেওয়ার দিনে স্বাভাবিকভাবেই অসহায় ছিলেন গাম্বিয়ার বোলাররা। সবচেয়ে বাজে দিন পার করেছেন মুসা জোরবাতেহ। গাম্বিয়ার এই পেসার ৪ ওভারে দিয়েছেন ৯৩ রান, যা আন্তর্জাতিক টি,টোয়েন্টিতে সবচেয়ে খরুচে বোলিং।

জোরবাতেহ এই বিব্রতকর রেকর্ড থেকে মুক্তি দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার কাসুন রাজিতাকে। ২০১৯ সালে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ ওভারে ৭৫ রান দিয়েছিলেন রাজিতা।

সাদা বলে নিউজিল্যান্ডের নতুন অধিনায়ক স্যান্টনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব ছেড়েছিলেন কেইন উইলিয়ামসন। উইলিয়ামসনের উত্তরসূরি হিসেবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সংস্করণে নিউজিল্যান্ডের নতুন অধিনায়ক হিসেবে মিচেল স্যান্টনারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

স্যান্টনার আপাতত শ্রীলঙ্কা সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন। স্থায়ীভাবে সাদা বলে নিউজিল্যান্ডের দায়িত্ব কে নেবেন সেই সিদ্ধান্ত হবে পরে।

নিউজিল্যান্ডকে ৯১টি ওয়ানডে ও ৭৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন উইলিয়ামসন। টেস্টেও দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে টেস্ট দলের দায়িত্ব ছাড়েন উইলিয়ামসন। শুধু অধিনায়কত্ব নয়, গত জুনে পরিবারকে সময় দিতে ও মুক্তভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের পরবর্তী কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন উইলিয়ামসন।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের দলে প্রথমবারের মতো জায়গা পেয়েছেন অলরাউন্ডার নাথান স্মিথ ও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মিচ হে। গত মার্চে নিউজিল্যান্ডের সেরা ঘরোয়া ক্রিকেটারের স্বীকৃতি জিতেছিলেন স্মিথ। ২৪ বছর বয়সী হে চলতি বছরের শুরুতে ক্যান্টারবেরি ক্লাবের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন।

নিউজিল্যান্ড দল এখন টেস্ট সিরিজ খেলতে আছে ভারতে। তিন ম্যাচে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারতের মাটিতে ঐতিহাসিক জয়ও পেয়েছে তারা। টম ব্লান্ডেল, ডেভন কনওয়ে, টম ল্যাথাম, ড্যারিল মিচেল, উইল ও রুর্ক, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সাউদি, কেইন উইলিয়ামসন; ভারত সফরের দলে থাকা ৮ ক্রিকেটারকে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বিবেচনা করা হয়নি। উইলিয়ামসন অবশ্য চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের দলেও নেই।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২টি-টোয়েন্টি ও ৩ টি টি-টোয়েন্টি খেলবে নিউজিল্যান্ড। সিরিজের প্রথম ম্যাচ ৯ নভেম্বরে। ডাম্বুলায় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে সিরিজ শুরু হবে। এর আগে গত মাসে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শ্রীলঙ্কায় দুটি টেস্ট খেলেছে নিউজিল্যান্ড। দুটি ম্যাচই হেরেছে দলটি।

মিরাজ-জাকের আর বৃষ্টিতে চতুর্থ দিনে মিরপুর টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টিতে ১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট বন্ধ থাকার পর মাত্রই খেলা শুরু হয়েছে। আলো কম বলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে শুধু স্পিনার দিয়ে বল করাতে বললেন আম্পায়াররা। বৃষ্টি আসার আগেই ইনিংসে ৮০ ওভার হয়ে গেলেও তাই নতুন বল নেননি এইডেন মার্করাম। উইকেটে বাংলাদেশের দুই ব্যাটসম্যান মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাঈম হাসান। কিন্তু খেলা হতে পারল মাত্র ৫ ওভার, বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে যোগ হলো ১৬ রান।

আরও কিছু সময় অপেক্ষার পর এবার দিনের খেলারই সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন আম্পায়াররা। সকালে যেভাবে দিন শুরু হয়েছিল, বাংলাদেশের জন্য ৭ উইকেটে ২৮৩ রান করে ৮১ রানের লিড আর টেস্টটা চতুর্থ দিনে যাওয়াও তখন স্বস্তির মনে হচ্ছিল। সপ্তম উইকেটে মিরাজ আর জাকের আলীর ১৩৮ রানের রেকর্ড জুটি এবং এরপর ওই বৃষ্টির বাধাটা না এলে ততক্ষণে যে খেলাই শেষ হয়ে যেতে পারত!

তখনই কিছু সময়ের জন্য মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে আসা জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও বর্তমানে বিসিবির নারী ক্রিকেটের প্রধান হাবিবুল বাশার মাঠের দিকে তাকিয়ে আফসোস করছিলেন, ‘সকালে যদি তিনটা উইকেট না পড়ে যেতখ! আসলে এ রকম সকালগুলোয় সব সময়ই আমাদের ওপর দিয়ে ঝড় যায়।’

মিরপুর টেস্টের তৃতীয় দিন শেষে হাবিবুলের কথাটা হতে পারে সবারই মনের কথা। দিনের প্রথম সেশনে ৫৩ রানের মধ্যে ৩ উইকেট না হারালে তৃতীয় দিনের শেষে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডের চেহারা নিশ্চয়ই আরও ভালো থাকত, এমনকি চোখও রাঙাতে পারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

প্রথম ইনিংসে ১০৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় ইনিংসে অমন নড়বড়ে শুরুর পরও যে তৃতীয় দিন শেষে এমন আফসোস করা যাচ্ছে, সেটার কৃতিত্ব মূলত মিরাজ আর জাকেরের ১৩৮ রানের জুটির। টেস্টে যেকোনো উইকেটেই এটি এখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের জুটি। দুজনে মিলে ছাপিয়ে গেছেন ২০০৩ সালে চট্টগ্রামে হাবিবুল বাশার ও জাভেদ ওমরের করা ১৩১ রানের জুটিকে।

প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ২০২ রান লিড সামনে রেখে কাল দ্বিতীয় দিনে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৫৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়েছিল বাংলাদেশ। ওপেনার মাহমুদুল হাসান আর অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিমের সৌজন্যে এরপর আর উইকেট পড়েনি, দিন শেষ হয় ওই ৩ উইকেটেই ১০১ রান নিয়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামাতে তখনো দরকার ছিল আরও ১০১ রান। কিন্তু দিনের চতুর্থ ওভারে কাগিসো রাবাদার ধাক্কায় মাত্র এক বলের ব্যবধানে বিদায় নেন মাহমুদুল, মুশফিকুর দুজনই। রাবাদাকে স্ল্যাশ করতে গিয়ে প্রথম স্লিপে বেডিংহামের হাতে ক্যাচ মাহমুদুল (৪০)। ভেতরে আসা এক বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে স্টাম্প উড়ে যায় মুশফিকের (৩৩)।

১০৬ রানে ৫ উইকেট হারানো বাংলাদেশের জন্য ভরসা হতে পারেননি লিটন দাসও (৭)। বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজকে সামনের পায়ে ডিফেন্স করতে গিয়েছিলেন, বল বাঁক খেয়ে ব্যাট ছুঁয়ে চলে যায় কাইল ভেরেইনার হাতে। আম্পায়ার প্রথমে আউট দেননি, রিভিউ নিয়ে সফল হন প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম।

দিনের শুরুর ওই বিপর্যয়ে ১১২ রানে ৬ উইকেট হারানো বাংলাদেশ তখন ইনিংস হারের শঙ্কায়। সে লজ্জা এড়াতে বাকি ৪ উইকেটে করতে হতো আরও ৯০ রান। উইকেটে থাকা মিরাজ ভরসা হতে পারেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা তো অন্য জায়গায়। তাঁকে সঙ্গ দিতে পারবেন তো অভিষেক টেস্ট খেলতে নামা জাকের আলী বা অন্য কেউ!

আস্থার প্রতিদান দিয়ে মিরাজকে সময়োপযোগী সঙ্গই দিয়েছেন জাকের। তাঁদের প্রতিরোধে আর কোনো উইকেট না হারিয়ে ২০১ রান নিয়ে মধ্যাহ্নবিরতিকে যায় বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে আরেকবার ব্যাটিংয়ে নামাতে আর মাত্র ১ রানই দরকার ছিল তখন।

ফিফটি এসেছে দুজনের ব্যাট থেকেই। অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২ রান করে আউট হয়ে গেলেও জাকের দ্বিতীয় ইনিংসেই পেয়ে গেছেন প্রথম টেস্ট ফিফটি। সেটাও দলের বিপদে ত্রাতা হয়ে। ১১১ বলে ৫৮ রানের ইনিংসে ৫০ পূর্ণ করেন ডেন পিটের বলে ফাইন লেগ দিয়ে চার মেরে। দলের দুঃসময়ে তাঁর কার্যকর ইনিংসটা শেষ হয়েছে মহারাজের বলে এলবিডব্লু হয়ে। রিভিউ নিয়েও আউট এড়াতে পারেননি জাকের।

তবে দিনের শেষ পর্যন্ত অন্য প্রান্তে ভরসা দিয়ে গেছেন মিরাজ। টেস্টে নবম ফিফটিটাকে ৮৭ রানে নিয়ে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির সুবাসও ছড়াচ্ছিল তাঁর ব্যাট। জাকেরকে সঙ্গে নিয়ে ৭ চার ও ১ ছক্কায় করা ফিফটিতে ইনিংস হারের শঙ্কা দূর করায় এই অলরাউন্ডারের ভূমিকাই অগ্রণী। জাকের ফিরে যাওয়ার পর নাঈমের সঙ্গেও হয়ে গেছে ৩৩ রানের জুটি।

পাকিস্তান সফরে দুই টেস্টেই দলের বিপদের সময় ফিফটি করলেও সর্বশেষ ভারত সফরে রান পাননি মিরাজ। কিন্তু বরাবরই জানবাজি রেখে খেলা এই ক্রিকেটারের রানে ফিরতে সময় লাগেনি। ১৭১ বলে ৮৭ রান করে তাঁর সামনে এখন টেস্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরির হাতছানি।

নাঈম, তাইজুল, হাসানদের নিয়ে কাল সেটিও পাওয়া হয়ে গেলে চতুর্থ ইনিংসটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যও কঠিন হয়ে উঠবে নিশ্চিত। কারণ, মিরপুর টেস্টের বাকি দুই দিনে যতটুকু খেলা হওয়ার সম্ভাবনা, ঠিক ততটুকুই যে আছে বৃষ্টির শঙ্কাও!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ ১ম ইনিংস ৪০.১ ওভারে ১০৬

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস ৮৮.৪ ওভারে ৩০৮

বাংলাদেশ ২য় ইনিংস ৮৫ ওভারে ২৮৩/৭

(মিরাজ ৮৭*, জাকের ৫৮, মাহমুদুল ৪০, মুশফিক ৩৩, নাজমুল ২৩, নাঈম ১৬*; রাবাদা ৪/৩৫, মহারাজ ৩/১০৫)।

তৃতীয় দিন শেষে বাংলাদেশ ৮১ রানে এগিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Puhlished at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata-700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663, Email: dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**